NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাষ্ট্রপতি বিতর্কে ফের সরব মোদী, নিন্দা শাহেরও

পৃঃ ৩

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ৯ মার্চ ২০২৬ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.03.2026, Vol.19, Issue No. 266, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে **৩ লক্ষ কোটি টাকার** প্রায় **৫.৩ কোটি** মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত - গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় **৫৩ লক্ষ** এমএসএমই, রাজ্যে **৬,৯৫০টিরও বেশি** ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ যোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে **৩৩০ কোটি টাকারও বেশি** স্কলারশিপ

প্রায় **২৭.৫ লক্ষ** মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে **৩,৫৫০টির বেশি** মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্প

“পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালি করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 46101/13/0035/2526

জ্বালানির দামে রাজ্য কর নিয়ে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দামের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকারের কর নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের ধার্য করা করের বোঝার কারণেই জ্বালানির দাম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় বেশি থেকে যাচ্ছে। রবিবার এই ইস্যুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে বলেন, রাজ্য সরকার কর কমালে মানুষের উপর চাপ অনেকটাই হালকা হতে পারে। কিন্তু সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেই পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানির দাম বেশি থাকছে। বিরোধী দলনেতার দাবি, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এই দামের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেন, বিহারের কিশানগঞ্জ বা কাটিহারের দিকে গেলে দেখবেন পেট্রোল-ডিজেলের দাম কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দিকে এলেই দাম বেড়ে যাচ্ছে। একইভাবে কাঁকী, ডালখোলা বা হরিশ্চন্দ্রপুরের মতো সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায় দুই দিকের দামের ফারাক মানুষ প্রতিদিন অনুভব করছেন।

এলপিজি গ্যাসের ক্ষেত্রেও রাজ্য করের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, গ্যাস সিলিন্ডারের উপর থেকে রাজ্য সরকারের কর পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হলে সাধারণ মানুষের কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। এছাড়াও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন, এই সরকার নানা নীতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিস্তৃত পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘ পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পরও রাজ্যের উন্নয়ন

নিয়ে দেখানোর মতো সাফল্য নেই সরকারের। সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই ধর্নার রাজনীতি করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

রান্নার গ্যাসের দাম প্রসঙ্গে মালব্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ২০১৪ সালে সাবসিডি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ছিল ১২৪০ টাকা, আর ২০২৬ সালে তা নেমে এসেছে ৯১৩ টাকায়; অর্থাৎ প্রায় ২৬ শতাংশ কমেছে। তবে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেন, ২০১৪ সালে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার ছিল ৪৫০ টাকা, এখন ৬১৩ টাকা। কিন্তু দেশে ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এই ভর্তুকির সুবিধা পাচ্ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিয়েও রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। মালব্যর বক্তব্য, কেন্দ্র সরকার দু'বার আবগারি শুল্ক কমিয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একবারও ভ্যাট কমায়নি। ফলে সেই সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। তাঁর দাবি, রাজধানী দিল্লির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানির দাম অনেক বেশি। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভ্যাট না কমানোর সিদ্ধান্তের ফলে বাংলায় পেট্রোল ও ডিজেল দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল জ্বালানিগুলির মধ্যে রয়েছে। এতে গরিব ও মধ্যবিত্তের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ছে। পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন মালব্য; পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কি তিনি জবাব দেবেন, কেন রাজ্যে জ্বালানির দাম এত বেশি রাখা হয়েছে?

শহরের বুকেই নদীভাঙনের আশঙ্কা, গাছ লাগিয়ে প্রতিরোধে নামল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নদীভাঙনের কথা উঠলেই সাধারণত গ্রামের ছবিই চোখে ভাসে। কিন্তু এবার সেই বিপদের ইঙ্গিত মিলছে কলকাতার বুকেই। হুগলি নদীর ধার ঘেঁষে উত্তর ও মধ্য কলকাতার কয়েকটি এলাকায় মাটি ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যাওয়ায় সতর্ক হয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিবেশভিত্তিক পদ্ধতিতেই সমাধান খুঁজছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী, নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানো হচ্ছে, যাতে শিকড় মাটিকে শক্তভাবে ধরে রাখতে পারে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে ইতিমধ্যে প্রায় ২৩০০টি চারা বসানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, বাইন ও কেওড়ার মতো গাছ। পাশাপাশি পাড়ের মাটি ধরে রাখতে ভেটিভার ঘাসও লাগানো হয়েছে কয়েকশো জায়গায়। নদীর ধার ঘিরে গঙ্গাবর্ধন প্রজাতির নারকেল গাছও রোপন করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীর অপর পাড়ে দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে থাকায় স্রোতের ধাক্কা এখন কলকাতার দিকে বেশি পড়ছে। তার জেরেই কাশীপুর, বাগবাজার ও স্ট্র্যান্ড রোড সংলগ্ন অংশে মাটি ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে পুরসভার উদ্যান বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, প্রাকৃতিক উপায়ে নদীর পাড়কে শক্ত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে ভাঙন অনেকটাই কমাতে পারে। পুর প্রশাসনের আশা, এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে শহরের ঐতিহাসিক নদীতীরকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মমতা ব্যানার্জি দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জি দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। রবিবার বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার উদ্যোগে কাঁচরাপাড়ার কাঁপা মোড় থেকে শুরু হওয়া পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে এমনটা বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে মমতার শেষ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। আর ভয়ে মমতা ব্যানার্জি নিজের রাজ্যে ধর্নায় বসেছেন। আসলে মমতা ব্যানার্জি দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, ভাইপো কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। ভাইপো নিজের পরিবারকে বাঁচাতে এখন নাটক করছে। প্রসঙ্গত, শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, নির্লজ্জ সরকার। নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী। দেশের রাষ্ট্রপতিকেও উনি আক্রমণ করছেন। তবে রাষ্ট্রপতিও বুঝে গেছেন, মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, পরিবর্তন যাত্রা মানে তৃণমূলের শেষ যাত্রা। পরিবর্তন যাত্রা দেখে মমতা ব্যানার্জি দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, দেওয়ালে পরিবর্তন লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেটা বুঝতে পারছেন না। উক্ত পরিবর্তন যাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, বিভাগীয় কনভেনার সন্দীপ ব্যানার্জি, বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী প্রমুখ। এদিন দুপুরে নৈহাটির গৌরীপুরে মীরাবাগান ময়দানে পরিবর্তন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পাঞ্চলের রুগ্নদশা তুলে ধরলেন শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ব্যারাকপুর শিল্পতালুক আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার দু'পাড়ে একের পর এক কলকারখানা আজ অচল। বন্ধ একাধিক জুটমিল। তাঁর দাবি, সিপিএম-তৃণমূল মিলে ৪৯ বছর বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে। তাই বাংলার মানুষ এখন নরেন্দ্র মোদীর দিকে তাকিয়ে আছেন। মোদীজির হাত ধরেই বাংলায় উন্নয়ন হবে। শিল্পতালুক ফের চাঙ্গা হবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল খোলার ব্যাপারে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত গৌরীপুর জুটমিল খোলেনি। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, বহু বছর ধরে বন্ধ গৌরীপুর জুটমিলের মাটি পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছে। মিল কম্পাউন্ডের বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার সাংসদ এবং বিধায়ক এখন মিলের জমি বিক্রির চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত, এদিন বিকেলে নৈহাটি থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়ে ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর অতিক্রম করে টিটাগড়ে পৌঁছয়। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ছাড়াও বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং হাজির ছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছটফটানি প্রমাণ করছে তৃণমূল সরকার যাচ্ছে: অনুরাগ ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতার ছটফটানি প্রমাণ করছে তৃণমূল সরকার যাচ্ছে। রবিবার নৈহাটির গৌরীপুরে পরিবর্তন যাত্রার সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর কথায়, মমতার ধড়ফড়ানি, ছটফটানি প্রমাণ করে দিচ্ছে এবার তৃণমূল সরকার যাচ্ছে। আর বিজেপি সরকার আসছে। প্রসঙ্গত, শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাংবিধানিক পদে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করছেন। আর উনি অনুপ্রবেশকারীদের সম্মান করছেন। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করছেন। আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের উনি স্বাগত জানাচ্ছেন। বাংলায় এটা কোন ধরনের সরকার চলছে? তাঁর সংযোজন, বাংলায় ৮ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। শূন্য পদ খালি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার নিয়োগ করছে না। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে শূন্য পদ পূরণ করা হবে। কাটমানি, কমিশন খাওয়া বন্ধ করা হবে। বাংলায় আশ্রয় নেওয়া অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে। তাঁর সাফ বক্তব্য, যাঁরা দেশের নাগরিক, তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু যাঁরা দেশের নাগরিক নন, তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি বলেন, এবার

১৪ মার্চের সভার প্রস্তুতি শুরু ব্রিগেড গ্রাউন্ডে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলাদের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল। ছবি: অদিতি সাহা

পাইকপাড়ার বিস্ফোরণ ঘিরে জমি দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায় একটি ক্লাব প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণের ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উঠছে জমি দখলের অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং ক্লাবের জমি হাতানোর উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। শনিবার ভোরে গাঙ্গুলিপাড়া লেনের যুবশক্তি ক্লাব চত্বরে বিস্ফোরণের পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই জমির দিকে নজর ছিল এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির। ক্লাবের সভাপতি শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এলাকায় ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি আসার পর থেকেই জমি কেনাবেচা ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ক্লাবের জমি নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আমরা রাজি না হওয়াতেই এই ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, তএখনই কারও নাম বলছি না।

গরমের ফাঁকেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, সতর্কতায় একাধিক জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফাল্গুনের শেষভাগে রাজ্যের আবহাওয়ায় দেখা দিয়েছে অদ্ভুত ওঠানামা। দিনের শুরুতে কুয়াশা, তারপর রোদের ঝলকানি; আর দুপুর গড়াতেই অস্বস্তিকর উষ্ণতা। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার আশপাশে স্বল্প সময়ের বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় স্থানীয় মেঘ তৈরি হচ্ছে। তার জেরেই কয়েকদিন দমকা হাওয়া ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর আরও বক্তব্য, বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রায় খুব বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা আপাতত নেই। পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কায় হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।উত্তরবঙ্গেও একই চিত্র। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি জেলাগুলিতে দমকা হাওয়ার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

রবিবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন প্রায় ২৪ ডিগ্রির আশেপাশে ছিল। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছয়। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে

সুদূর লন্ডন থেকে রাজার লেখা চিঠি আসে আন্দুলে, জেগে ওঠে এক বিস্মৃত রাজবংশের ইতিহাস

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়ার আন্দুলে একটি পুরনো বাড়ি। বয়সে ক্লান্ত প্রাসাদের দেওয়ালে জমে আছে শতাব্দীর ধুলো, বারান্দার স্তম্ভে লেগে আছে হারিয়ে যাওয়া সময়ের ছাপ। কিন্তু সেই নীরব ইতিহাসের মাঝেই হঠাৎ একদিন ডাকপিয়ন দরজায় কড়া নাড়ে; হাতে থাকে দূর লন্ডন থেকে আসা একটি খাম। খামের ওপর রাজমুকুটের চিহ্ন, পাশে লেখা বাকিংহাম প্যালেস।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও ব্রিটেনের রাজপরিবার থেকে পাঠানো সেই চিঠি এসে পৌঁছয় আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারের ঠিকানায়। যেন ইতিহাসের গভীর থেকে উঠে এসে অতীত নিজেই বর্তমানকে স্পর্শ করে যায়।

ব্রিটেনের রাজা চার্লস-৩ তাঁর স্বাক্ষরিত চিঠিতে লিখেছেন,

"I was extremely touched to receive your most thoughtful message and hope that you– too– had a peaceful Christmas.

Thank you for your very generous words of support.

This card brings you my warmest good wishes for the New Year."

আন্দুল রাজবংশের একাদশ পুরুষ ধ্রুব দত্তচৌধুরী স্মৃতিচারণ করে বলেন, ব্রিটেন থেকে এই চিঠি বাংলায় কোনও বনেদি রাজবংশের কাছে আসে কিনা, আমি জানি না। আমি অন্তত কখনো শুনিনি। যদিও এই ধরনের চিঠি বিগত তিরিশ বছর ধরেই আমাদের কাছে আসে। তার আগেও আসত। তবে সেগুলো সংরক্ষণ করা যায়নি। অনেকে দেখতে আসে, নিয়ে যায়, যদিও অনেক সময় সেটা আর ফেরত দেয় না। তাই অনেক চিঠি আমরা হারিয়েছি। এই অদ্ভুত যোগাযোগের সূত্র ধরে ফিরে যেতে হয় বহু শতাব্দী পেছনে। মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেই প্রথম উত্থান ঘটে আন্দুলের চৌধুরী বংশের। সুলতানি আমলে তেকড়ি দত্ত নামে এক প্রভাবশালী জমিদার স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে এমন এক প্রভাবশালী পরিবার, যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে পরগনার শাসন ও সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই বংশের ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ষোড়শ শতকে চৌধুরী রামশরণ দত্ত পরিবারের মধ্যে শারদীয় দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। ১৫৬৮ সালে শুরু হওয়া সেই পুজো আজও একইভাবে পালিত হয়;যেন কয়েকশো বছরের এক অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিস্রোত।

ঔপনিবেশিক যুগে পরিবারের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করেন মাধবচন্দ্র দত্তচৌধুরী। সাধারণ প্রশাসনিক পদে কর্মজীবন শুরু করেও তিনি নিজের দক্ষতা ও সততার জোরে উচ্চপদে উন্নীত হন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করে।

ধ্রুব দত্তচৌধুরীর কথায়, এই রাজবংশ ব্রিটিশদের অধীনে কোনওদিনই ছিল না। বরং তা স্বতন্ত্র ছিল। যা প্রাচীন বাংলার স্বাধীন নবাবের পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই রাজবংশের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশদেরকেও যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিল। তাঁরাও এই রাজবংশকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করেই চলত। আজ আন্দুলের সেই পুরনো প্রাসাদের করিডোরে হাঁটলে মনে হয়; সময়ের স্তর যেন এখনও সেখানে জমে আছে। আর দূর লন্ডন থেকে আসা একটি খাম যেন প্রতি বছর মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কখনও পুরোপুরি অতীত হয়ে যায় না। কোথাও না কোথাও তার নীরব উপস্থিতি থেকে যায়; একটি চিঠির ভাঁজে, একটি রাজমুকুটের ছাপে, অথবা এক প্রাচীন রাজবংশের স্মৃতিতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই মার্চ। ২৪ শে ফাল্গুন। সোমবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শুভ কর্ম্ম - কুমারী নাসিকা বেধ। নির্মাণ। বাস্তু পুজো। বিপন্যারম্ভ। স্কন্ধ ষষ্ঠী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, সিনিয়ার ডিভিশন, অতিরিক্ত -আদালত, চুঁচুড়া সদর
রেফা:- দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ১১৬/২০২১
বাদী:- শ্রীমত্যা রেখা নাগ, দীং
বনাম
বিবাদী :- শ্রীমতী পদ্মা রায়, দীং

১/ শ্রীমত্যা পদ্মা রায়, স্বামী প্রয়াত গোপাল চন্দ্র রায় ওরফে গোপাল রায়, সাকিম - ইশ্বরবাহা রায় পাড়া, পোঃ – সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২১০৪। **২০/ শ্রীমতী গীতা পাসোয়ান,** স্বামী তারক পাসোয়ান, সাকিম - মানসপুর বস্তি,, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২১২৩, **২১/ শ্রীমতী লতিকা মণ্ডল,** স্বামী শ্রী তরুন মণ্ডল, সাকিম - নেতাজী পার্ক ২, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১২৩

এতদ্বারা আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, - **১/ শ্রীমত্যা রেখা নাগ,** স্বামী প্রয়াত বিশ্বনাথ নাগ, **২)শ্রীমতী রিয়া পাল (নাগ),** স্বামী শ্রী প্রীতীতোষ পাল, পিতা - প্রয়াত বিশ্বনাথ নাগ **৩) শ্রী অমরনাথ নাগ,** পিতা প্রয়াত কালীচরণ নাগ, উভয়ের সাকিম - পুরাতন পোঃ অফিস রোড, সাহাগঞ্জ মেন রোড, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১০৪ অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিরুদ্ধে জেলা - হুগলী, থানা চুঁচুড়ার সামিল - ৭নং জে.এল. ভুক্ত কেওটা মৌজায় আর.এস. ১১৫৭ খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৩১৬ নং দাগে তথা এল.আর ১৯৯ দাগে ১ ষোলো আনায় ০.৫৯ একরের মধ্যে উত্তর পূর্ব অংশে চিহ্নিত প্রকারে ০.১০ একর এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে চিহ্নিত প্রকারে ০.১০ একর একুনে ০.২০ একর শালি জমি বর্ত্তমানে কৃষি কার্যে ব্যবহৃত বিষয়ে স্বত্ব সাব্যস্ত দাবী লইয়া উক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার/আপনাদের কোনরূপ বক্তব্য আপত্তি থাকিলে আপনি/ আপনারা নিজে বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল - করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, সিনিয়ার ডিভিশন অতিরিক্ত -আদালত, চুঁচুড়া সদর

বিজ্ঞপ্তি

IN THE COURT OF DISTRICT DELIGATE TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
Ref:-Succession Case no-12/2024

১। নাতাশা নাওয়াজ দীং....... দরখাস্তকারীগন
বনাম
২। নজুরুল ইসলাম দীং........... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা দেশবাসী সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে,মৃত সরিফুল ইসলাম, স্ত্রী নাতাশা নাওয়াজ, সাকীন- উদয়পুর, পোঃ- বিজয়রামচক্, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, মহাশয় ইং ০৯.০৪.২০২৩ তারিখে পরলোকগত হইবার পরবর্তীকালে মৃত্যে উত্তরাধিকারীগন দরখাস্তকারিগন হইয়া উপরোক্ত প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে মৃত্যে অস্থাবক সম্পত্তি সম্বন্ধে Succession Certificate প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে যাহা দরখাস্তের। Sehedule A: Debts and Securities of the deceasen is respect of which certificate is pryed for Life Isurance Policy No -408881118, Date 28.08.2018 at west Medinipur, Rs. - 1,00,000/- with interests/- হইতেছে। দেশবাসী বা প্রতিপক্ষগনের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞতির প্রকাশের পর এক মাস অন্তে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ২০২৬ সালের ২৭-০২-২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর দেওয়া হইল

অনুমত্যানুসারে
27-02-26 কিশলয় পাহাড়ী (সেরেস্তাদার)
তমলুক সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভিঃ), ১ম আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ জেডিইউ-তে যোগ দিলেন নীতীশের পুত্র নিশান্ত কুমার

ভারতের নারী ক্ষমতায়নের নতুন অধ্যায় লিখছে: মোদী ৭

কলকাতা ৯ মার্চ ২০২৬ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.03.2026, Vol.19, Issue No. 266, 8 Pages, Price 3.00

ভারত আবার ভুবনজয়ী

ইতিহাস হারল, ইতিহাস ফিরল

সব্যসাচী বাগচী

ডান অ্যান্ড ডাস্টেড!

'হিস্ট্রি রিপিট অ্যান্ড হিস্ট্রি ডিফিট'।

২০২৪ সালে রোহিত শর্মা যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই ২০২৬ সালে 'হিটম্যান'-এর সামনেই কাজ শেষ করলেন সূর্যকুমার যাদব।

২০০৭, ২০২৪-এর পর এবার ২০২৬। মাঝের ২০১৪ বাদ দিলে চারবার ফাইনালে গিয়ে প্রথমবার কোনও দল তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল। আর সেটা এক ও অদ্বিতীয় ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারত প্রথম দল হিসেবে পরপর দু'বার ভুবনজয়ী হল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারত হল প্রথম দল, যারা ঘরের মাঠে ট্রফি জয়ের স্বাদ পেল।

ভেন্যু আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম হলেও, মেগা ফাইনালে এসে হোঁচট খেতেই হবে, এমন দিব্যি কে দিয়েছে? ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের রাতে জসপ্রীত বুমরাহ ছিলেন। তবে স্কোরবোর্ডে এত রান ছিল না। যদিও বুম বুম বুমরাহ রবিবারের রাতে আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন যে, কেন তাঁকে 'ওয়ান্স ইন অ্যা জেনারেশন' বলা হয়। ৪-০-১৫-৪। এই বোলিং ফিগার সবটা বলে দিচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫০ ওভারের কাপ যুদ্ধের সেই ফাইনালে অক্ষর প্যাটেল ছিলেন না। মহাত্মা গান্ধির সবরমতীর শহরের এই মাঠ অক্ষরের হোম গ্রাউন্ড। ভারতীয় ড্রেসিংরুমে এই অলরাউন্ডারকে আবার 'বাপু' বলে ডাকা হয়। আসল 'বাপু'-র শহরের মাঠে নেমে কিউয়িদের একাই বুঝে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন অক্ষর। তাঁর বোলিং ফিগার ৩-০-২৭-৩।

সেই ফাইনালে ঈশান কিষানের এমন আগুনে ক্যাচ লুফে নেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। তাঁকে সাজঘরে বসে দলের হার হজম করতে হয়েছিল। তবে ৮ মার্চের রাতে এই একই ভেন্যুতে ঈশান শুধু ব্যাটে ২৫ বলে ৫৪ করে ঝড় তুলে ক্ষান্ত থাকলেন না, তিনটি চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ক্যাচ নিলেন। আর সেখানেই ম্যাচের ভাগ্য স্থির হয়ে যায়।

কাপ যুদ্ধের ফাইনাল নামক শাহি বিরিয়ানিতে সব মশলা সমানভাবে পড়ল। ভারতের ব্যাটাররা যেন বফর্স চালালেন! স্কোরবোর্ডে উঠে গেল ৫ উইকেটে ২৫৫! যা রেকর্ড। কারণ, এর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ১৭৫। বড় রান স্কোরবোর্ডে তোলার পর দুই গুজরাতি নিজের হোম গ্রাউন্ডে নিউ জিল্যান্ডকে বুঝে নিলেন। ১৫৯ রানে অল আউট। ফলে ৯৬ রানে হেলায় জিতে 'হিস্ট্রি ডিফিট এবং রিপিট' করল টিম ইন্ডিয়া।

রবিবারের সন্ধ্যায় মোতেরায় ভারতীয় ক্রিকেটের 'হুজ হু'-দের মধ্যে সবাই ছিলেন। বিশেষভাবে নজর কাড়লেন দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মা। তবে বিরাট কোহলির দেখা পাওয়া গেল না। তাই যদি ভেবে থাকেন, তা হলে আপনার ভাবনাচিন্তা একেবারে ভুল! বিরাট ভীষণভাবে ছিলেন! অভিষেক শর্মার মধ্যে ছিলেন! গোল্ডেন ডাকের হ্যাটট্রিক। সুপার এইট থেকে সেমিফাইনালে, লাগাতার ফ্লপ হওয়ার পরেও তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন গৌতম গম্ভীর-সূর্য কুমার যাদব। মেগা ফাইনালে চেনা রুদ্র মেজাজে ধরা দিলেন বাঁহাতি ওপেনার। আউট হওয়ার আগে ২৪৭.৬১ স্ট্রাইক রেট বজায় রেখে করলেন ২১ বলে ৫২! সঙ্গে ছিল ৬টা চার ও ৩টি ছক্কা।

সঞ্জু স্যামসন নিয়ে যত লেখা যায়, সেটাই কম। কেরল থেকে সঞ্জুকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে সবচেয়ে বেশি ছেলে-খেলা হয়েছে। অথচ তিনিই কি না ইডেন গার্ডেন্স, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পর এবার মোতেরাতেও বিপক্ষকে নিয়ে ছেলে-খেলা করে গেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে অপরাজিত ৫০ বলে ৯৭। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে 'সেল্ফ লেস' মেজাজে ৪২ বলে ৮৯। এদিনও সেই রোহিতের মডেল অনুসরণ করলেন সঞ্জু। ব্যক্তিগত মাইলস্টোন নয়, দল আগে। তাই এবারও মারতে গেলেন। এবং ৪৬ বলে ৮৯ রান করে জিমি নিশামের বলে আউট হলেন। মারলেন ৫টি চার ও ৮টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ১৯৩.৪৭। ঈশান আউট হওয়ার পর, ভারত কিছুটা খেই হারাল। সূর্যের দুর্বোধ্য ব্যাটিংয়ের জন্য। অধিনায়ক কেন যে এমন একটা অদ্ভুত শট খেললেন, সেটা নিজেই বলতে পারবেন। এক ওভারে তিন উইকেট নিয়ে কিউয়িদের কিছুটা স্বস্তি দিলেন নিশাম। ২০২ রানে ৩ উইকেট থেকে ভারত ২০৪ রানে ৪ উইকেট! শেষ বেলায় শিবম দুবে (২৬*বলে ৭) ও তিলক ভার্মা (৮ বলে ৬) দ্রুত রান করার চেষ্টা করলেন। সফলও হলেন দুই বাঁহাতি। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৫৫ রান! তবুও প্রশ্ন ছিল ভারত 'হিস্ট্রি রিপিট ও ডিফিট' করতে পারবে? কিন্তু এই ভারতীয় দল বাকিদের থেকে একেবারে আলাদা। অনেক বেশি আগ্রাসী। অবশেষে তাই অনেক দিন পর হাসতে দেখা গেল গৌতম গম্ভীরকে।

তুঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত

রাষ্ট্রপতি বিতর্কে ফের সরব মোদী, নিন্দা শাহেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাম্প্রতিক বঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে নতুন করে তীব্র হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত। রাষ্ট্রপতির প্রতি যথাযথ সম্মান ও সরকারি প্রোটোকল রক্ষা করা হয়নি; এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পালটা তৃণমূল শিবিরও কঠোর ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ফলে বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক দ্রুতই তীব্র আকার নিয়েছে।

রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে অব্যবস্থাপনা নিয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'রাষ্ট্রপতির মর্যাদা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অভূতপূর্ব। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ এবং জনজাতি সমাজ থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রপতির প্রতি যে অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে, তা দেশের মানুষের মনে গভীর কষ্টের সৃষ্টি করেছে।' তাঁর অভিযোগ, এই পরিস্থিতির দায় এড়াতে পারে না রাজ্যের প্রশাসন। তিনি বলেন, তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি ও ক্ষমতার অহংকার শীঘ্রই ভেঙে যাবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি এবং ক্ষমতার অহংকার, যা একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতির মর্যাদাকে অপমান করেছে, শীঘ্রই ভেঙে যাবে।
— নরেন্দ্র মোদী

রবিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সাঁওতাল সমাজের একটি প্রধান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানানোর পরিবর্তে, তৃণমূল কংগ্রেস এই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। তিনি নিজে আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে এসেছেন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সেই অনুষ্ঠানটি অব্যবস্থাপনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এটি কেবল রাষ্ট্রপতির অপমান নয়, ভারতের সংবিধানেরও অপমান। এটি সংবিধানের চেতনার অপমান। এটি গণতন্ত্রের মহান ঐতিহ্যেরও অপমান।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের দেশে বলা হয়, একজন ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি শেষ পর্যন্ত অহংকার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যান। এখন দেশের রাজধানী থেকে, আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি, তৃণমূল কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি এবং ক্ষমতার অহংকার, যা একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতির মর্যাদাকে অপমান করেছে, শীঘ্রই ভেঙে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে একজন নারী, একজন আদিবাসী, দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার জন্য কখনও ক্ষমা করবে না। দেশ তাঁদের কখনও ক্ষমা করবে না। দেশের আদিবাসী সম্প্রদায় তাঁদের কখনও ক্ষমা করবে না। দেশের মহিলারা তাঁদের কখনও ক্ষমা করবে না।'

একই সুরে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকল মানা হয়নি। এতে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।' শনিবার রাতেই এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার আজ তাদের নৈরাজ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আরও নিম্নস্তরে নেমে গেল। প্রোটোকলের প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়ে তারা ভারতের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে।' শাহ লিখেছেন, 'এই ঘটনা তৃণমূল সরকারের গভীর অবক্ষয়কে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। যে সরকার ইচ্ছামতো নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে, তারা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ-রাষ্ট্রপতিকেও অসম্মান করতে পিছপা হয় না। আমাদের জনজাতি ভাইবোনদের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অবমাননা আমাদের জাতি ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রতি অপমান। আজ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি নাগরিক গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি যে বেদনার কথা জানিয়েছেন, তা বিরল এবং গভীর উদ্বেগের বিষয়। এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।'

অনাস্থার ওমেই আজ শুরু সংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্বে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে সুর চড়াবে বিরোধী শিবির। অবশ্য কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিবেশন শুরুর পরে লোকসভার অধ্যক্ষের প্রতি বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির আয়োজন করা হবে। সূত্রের খবর, এবার এই ভোটাভুটিতেই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদরা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে আগেই নোটিস দিয়েছিল বিরোধীরা। শাসক দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন স্পিকার ওম বিড়লা; এই অভিযোগকে সামনে রেখে রুখে দাঁড়িয়েছিল ইন্ডি জোট। অবশেষে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুর দিন থেকে সেই অনাস্থা প্রস্তাব সামনে রেখেই কৌশলী তারা। সূত্রের খবর, এই পর্বে প্রাথমিকভাবে 'একলা চলো' নীতি নেওয়া তৃণমূলও যোগ দিতে পারে বিরোধী জোটের সঙ্গেই।

'গোপন' কারণেই পদত্যাগ বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকা পদত্যাগের পর কয়েকদিন নীরব ছিলেন। অবশেষে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার সকালে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেই বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। তবে ইস্তফার আসল কারণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাতে চাননি। সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বোস জানান, সিদ্ধান্তটি হঠাৎ নয়, দীর্ঘ চিন্তাভাবনার ফল। তাঁর কথায়, 'আমি ভেবে-চিন্তেই পদত্যাগ করেছি। কেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি গোপনীয়, উপযুক্ত সময়েই সব জানানো হবে।'

সম্প্রতি তিনি বাংলার ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, 'এই রাজ্যের ভোটার হতে পেরে আমি গর্বিত। সুযোগ এলে অবশ্যই এখানে এসে ভোট দেব।' তবে রাজ্যের প্রশাসন বা চলতি রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করতে স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেন তিনি। বোসের বক্তব্য, 'আমি আর রাজ্যপালের দায়িত্বে নেই, তাই এখানকার প্রশাসনিক বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক মন্তব্য কিংবা প্রোটোকল নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সে বিষয়েও তিনি সংযত অবস্থান নেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তব্য নিয়ে আলাদা করে মন্তব্য করা শোভন নয়।'

রাজ্যের দায় এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী, পালটা আক্রমণ অভিষেকেরও

রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল লঙ্ঘন, কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনা ও আয়োজন ঘিরে নতুন করে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের আবহ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, রাষ্ট্রপতির সরকারি সফরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক বিধি মানা হয়নি। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজ্যের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রবিবার বিকেল ৫টার মধ্যে পুরো ঘটনার লিখিত রিপোর্ট জমা দিতে। সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে সেই রিপোর্ট পাঠিয়েও দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার শিলিগুড়ির এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আক্ষেপ প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে অল্প মানুষের উপস্থিতি ও আয়োজনের কিছু ত্রুটি নিয়ে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-সহ একাধিক নথিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টে ঘটনাক্রম, প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রী কেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হাদি-হত্যায় বনগাঁ সীমান্তে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বনগাঁ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে বড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। শনিবার গভীর রাত থেকে রবিবার ভোরের মধ্যবর্তী সময়ে অভিযানে দু'জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত দু'জনই বাংলাদেশে সংঘটিত রাজনৈতিক কর্মী ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালির বাসিন্দা ৩৭ বছর বয়সি রাহুল ওরফে ফয়সল করিম মাসুদ এবং ঢাকার ৩৪ বছর বয়সি আলমগীর হোসেন। প্রাথমিক জেরায় উঠে এসেছে, হত্যাকাণ্ডের পর তারা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ভেতরে প্রবেশ করে। তদন্তকারীদের দাবি, মেঘালয়ের সীমান্ত ব্যবহার করে তারা গোপনে ভারতে ঢোকে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে শেষমেশ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ এলাকায় পৌঁছয়। পরিকল্পনা ছিল আবারও সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার। সেই সময়েই বিশেষ টাস্ক ফোর্সের নজরে পড়ে তারা।

রাজ্য পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। জেরায় তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে। ঘটনার নেপথ্যে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে তদন্তের স্বার্থে তাদের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

রাজ্যে কমিশনের ফুল বেঞ্চ, রাতেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে তৎপরতা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। রবিবারই বাংলায় পা রাখল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আগামী দু'দিন ধরে একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবে তারা। কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি দল সন্ধেয় আসার পর এদিন রাতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রাত প্রায় দশটা নাগাদ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তও।

সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া এবং রাজ্যের সামগ্রিক নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েই প্রথম দফার আলোচনা হবে। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, 'নির্বাচনের আগে মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকা থেকে প্রশাসনিক প্রস্তুতি; সব বিষয়েই প্রাথমিক রিপোর্ট নেওয়া হবে।' সোমবার সকালে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা রয়েছে কমিশনের। এরপর দুপুরে জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসবে কমিশনের প্রতিনিধি দল।

হানাদারি অব্যাহত, ঢাকি-সহ ঢাক বিসর্জনের হুঁশিয়ারি ইজরায়েলের

তেল আভিভ ও তেহরান, ৮ মার্চ: আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর নয়া সুপ্রিম লিডার বেছে নেওয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে ইরান। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া সুপ্রিম লিডারের নাম ঘোষণা না হলেও শোনা যাচ্ছে খামেনেই পুত্র মোজতবা খামেনেই বসতে চলেছেন এই পদে। এই জল্পনার মাঝেই ইরানের উদ্দেশে ইজরায়েলের হুমকি, 'খামেনেইয়ের উত্তরাধিকারী তো বটেই, সুপ্রিম লিডার বেছে নেওয়া কমিটিতে যাঁরা যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সকলকে নিকেশ করা হবে।'

আয়াতোল্লা খামানেইয়ের মৃত্যুর পর নয়া সুপ্রিম লিডার বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইরানের অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টের সদস্য আয়াতোল্লা মহম্মদ মেহদি মিরবাঘেরি জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ

ঐক্যমতে পৌঁছেছে। তবে নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এখনও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার সমাধান প্রয়োজন। সুপ্রিম লিডার নির্বাচন কমিটির সদস্যরা একদিনের মধ্যেই বৈঠকে বসবেন। সেখানেই যেটুকু মতভেদ রয়েছে, তা মিটিয়ে নিয়ে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। যদিও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সকল সদস্যদের একসঙ্গে বৈঠকে বসা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এহেন পরিস্থিতির মাঝেই রবিবার ইরানকে ফের সতর্ক করে দিয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) ফার্সি ভাষায় সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্ট করে। যেখানে লেখা হয়েছে, 'আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের উত্তরসূরি ও তাঁকে নিয়োগকারী কারও উপর হামলা চালাতে দ্বিধা করব না আমরা। এটাই আমাদের সতর্কবার্তা।'

সম্পাদকীয়

ধরনা মঞ্চ থেকে হাজার চিৎকার করে ৫ বছরের পাপ ভোলানো যাবে না

বিধানসভা ভোটের বাকি আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। সংবাদমাধ্যম থেকে বৃহত্তর বাংলার নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত সমাজের সামনে নির্বাচনী ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক এবং একমাত্র এসআইআর। গত কয়েক মাস ধরে চলা এই এসআইআরের দৌলতে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর বহু নাম বাদ। তৃণমূল তো বটেই এর বিরোধিতায় পথে হেঁটেছে সিপিআইএম সহ সমস্ত বামপন্থী দলগুলি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্মতলায় ফাইভ স্টার ধরনা মঞ্চ বানিয়ে দিনরাত সেখানে কাটিয়ে এসআইআর নিয়ে গলা চড়িয়ে এই ইস্যুকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। অনেকেই বলেন, নির্বাচন বুথে হয় না, হয় ন্যারেটিভে। তবে কি ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের সবচাইতে বড় ন্যারেটিভ হতে চলেছে এসআইআর? হোক না হোক, সেটাই কিন্তু মনে-প্রাণে চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এই বাংলায় কীভাবে ভোট হয়, অনেকটাই জানে আমজনতা। সেই জন্য অবশ্য শুধু তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলে লাভ নেই। এটা বাম আমল থেকেই চলছে। ভোট দিতে গিয়ে, শুনেছেন, তাঁর ভোট নাকি পড়ে গিয়েছে, যাদের কপাল খারাপ তাঁদের কারও কারও কপালে জুটেছে ঘাড়ধাক্কা। পুরসভা বা পঞ্চায়েত হলে গো কথাই নেই অবাধে ছাপ্পা দিয়ে ভোট লুট করেছে শাসকদল। সর্বশেষ পঞ্চায়েত ভোটে ব্যালট চিবিয়ে খেয়ে ফেলা, রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়া ইভিএমের ছবি দেখছি এবং শুনেছি। জেলায় জেলায় বিরোধীদের খুন, হুমকি, বোমাবাজি, এসব বাংলার নির্বাচনে মামুলি বিষয়। তা এই হল বাংলার গণতন্ত্রের হাঁড়ির হাল। যে গণতন্ত্র 'রক্ষা' করতেই নাকি ধরনায় বসেছেন তৃণমূলনেত্রী। আসলে, টিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন তাদের তৈরি করা ন্যারেটিভে ভোটকে পরিচালিত করতে। আর সেখানে এই পড়ে পাওয়া ১৪ আনা এসআইআরই হল তাঁদের এক ও একমাত্র ভরসা বা হাতিয়ার। গত প্রায় ৫ বছর ধরে একটু একটু করে খাদের কিনারে চলে যাওয়া একটা সরকার, একটা দল এখন এসআইআরকে আঁকড়ে ধরে গত ৫ বছরের সব পাপ গা থেকে ধুয়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু নিয়োগ থেকে শিক্ষা, চাল থেকে বালি, কয়লা চুরির পাপ এভাবে যাবে না।

শব্দছক ৯৪

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. আস্তরণ ২. সুবিবেচক ৪. পরাজয় ৬. যা মাল বহন করে ৮. পশুহননকারী মাংস বিক্রেতা ১০. সাজ ১১. তাগিদ ১২. হীরে ১৪. মাটির ঘটি ১৬. নিশানদিহি ১৭. মনোরঞ্জক ১৯. শালগাছের শুকানো আঠা ২০. অ-এ — আসছে তেড়ে ২১. গ্রীষ্মের জনপ্রিয় রসালো ফল

ওপর-নিচ: ১. মন্দব্যক্তি ২. বিরহ ভোগকারী ৩. হানিকারক ৪. কথা বলতে অপারগ ৫. পুস্তক ৭. নির্লজ্জ মহিলা ৯. নাটক থিয়েটারে যে কক্ষে সাজ-পোষাক বদল হয় ১৩. রক্তের ফোঁটা থেকে জাত অসুর ১৫. এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ১৬. সাত ১৭. মিষ্টি (উপলব্ধি) ১৮. আতা জাতীয় ফল

সমাধান ৯৩ — পাশাপাশি: ১. হবন ৩. বিপুল ৫. করোনা ৬. তাক ৮. পাগোল ১০. শব ১২. বিকাশকারী ১৪. অতীতকাল ১৬. লাল ১৭. অচল ১৯. রমা ২১. বেহাগ ২২. কুটিলা ২৩. তিমির

ওপর-নিচ : ১. হড়পা ২. নকল ৩. বিনাশকাল ৪. লতা ৭. কবরী ৯. গোমতী ১১. বশ ১২. বিকালবেলা ১৩. কালাচ ১৪. অন্দর ১৫. তলা ১৭. অগতি ১৮. লক্কর ২০. মাকু

আজকের দিন

■ ১৯৫৭ — আলেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ৯.১ মাত্রার একটি বিশাল ভূমিকম্প হয়।
■ ১৯৬১ — সোভিয়েত ইউনিয়ন মানব মহাকাশযানের জন্য পরীক্ষা করার জন্য একটি কুকুর এবং একটি মানব ডামি বহন করে স্পুটনিক ৯ উৎক্ষেপণ করে।
■ ২০২২ — ভারত ভুলবশত পাকিস্তানে একটি নিরস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

জন্মদিন

জাকির হুসেন

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ করণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট তবলাবাদক জাকির হুসেনের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ শামির জন্মদিন।*

বারাসাতে দু'টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অন্যান্য উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন অব্যাহত। মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মানোন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করল মমতা সরকার। বাগবান্দা সাইবেরিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হল ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ও মিতপুকুরিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হল ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এরফলে বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের প্রায় ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হল। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামে বিধায়ক রথীন ঘোষ বাগবান্দা সাইবেরিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৩০ বেডের নতুন ভবনের শিলান্যাস করেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত-সহ এলাকার সকল জনপ্রতিনিধি ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। ফিতে কেটে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও নারকেল ভেঙে নতুন ভবনের শিলান্যাস করা হয়। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, 'এক বছরের মধ্যে নতুন ভবনের কাজ শেষ হয়ে গেলে ৩০ বেডের হাসপাতাল চালু হয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ড্রেন, রাস্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এই দুটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন সম্পন্ন হলে এখানকার সাধারণ মানুষকে সাধারণ শরীর খারাপে আর বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ বা কলকাতায় ছুটতে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে।'

তারকেশ্বরে বসেই হোয়াটসঅ্যাপে মৃতের ডেথ সার্টিফিকেট পাঠালেন চিকিৎসক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে হাওড়ায় রহস্য মৃত্যু তরুণীর। হুগলির তারকেশ্বরে বসেই হোয়াটসঅ্যাপে মৃতের ডেথ সার্টিফিকেট পাঠালেন চিকিৎসক। তারকেশ্বরের একটি নার্সিংহোম, ওই চিকিৎসক এবং মৃতের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন তরুণীর আত্মীয়রা। হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে দেহ এনে আবার ময়নাতদন্তের দাবি তোলেন পরিবারের সদস্যরা। ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করার পরে অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর নাম পৌলমী চক্রবর্তী (২৪)। বাড়ি হুগলির মশাটে। বছর দুয়েক ধরে হরিপালের জেজুরে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন তিনি। স্বামী শুভাশিস চক্রবর্তীও থাকছিলেন তাঁর সঙ্গে। পৌলমীর দু'বছরের সন্তানও আছে। গত ৫ মার্চ শারীরিক অসুস্থতায় তারকেশ্বরের লোকনাথ এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি মাল্টি স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করেন তাঁর স্বামী। ৬ মার্চ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন শুভাশিস। তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় ওই নার্সিংহোম। ওই রাতে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে শুভাশিস পৌলমীর আত্মীয়দের জানান, হাওড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। হাওড়া থেকেই হরিপাল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় পৌলমীর দেহ। ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ করে মৃতের পরিবার। তাঁদের প্রশ্ন, তরুণীকে না দেখেই কীভাবে মৃত্যু নিশ্চিত করে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন চিকিৎসক? অভিযোগ পেয়ে ওই নার্সিংহোমে আসে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আইনি পথে যাওয়ার দাবি করেছে।

কাটমানি ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ রেলমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঙালি অস্মিতা নিয়েই এবার রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। হুগলিতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন, 'বাঙালি অস্মিতা বাঁচাতে তৃণমূলকে হারাতে হবে।' কাটমানি ইস্যুতেও রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করেন রেলমন্ত্রী। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকেও তৃণমূল কাটমানি নেয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যজুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যোগদান করছেন। তেমনই হুগলিতে পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিলেন রেলমন্ত্রী। হুগলিতে প্রথম দিনের পরিবর্তন যাত্রায় চাঁপদানির ব্রেথওয়েট রেলমাঠে হয় জনসভা। এখানেই রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, 'তৃণমূল সরকার বাঙালি অস্মিতাকে শেষ করছে। বাঙালি অস্মিতায় বিশ্বাস নেই। শুধু ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করে। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে তৃণমূল নির্বাচনী প্রচারে সবসময় তুলে ধরে। সেই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প থেকেও কাটমানি নেয়।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকেও কাটমানি নেয়। তাই এই কাটমানির সরকার, সিন্ডিকেটের সরকার কি আর চলতে দেওয়া দরকার?' বিজেপি কর্মী সমর্থকরা চিৎকার করে 'না' বলেন। তৃণমূল বাংলার মানুষকে গরিব রাখতে চায় বলে অভিযোগ করেন তিনি। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে এই রাজ্যে আরজি কর, কামদুনি, কসবা, হাঁসখালি হয়েছে।' সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাকে বাঁচাতে, বাঙালি অস্মিতাকে বাঁচাতে, যুবকদের বাঁচাতে এবার তৃণমূল সরকারকে উপড়ে ফেলুন। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার আনুন।' শ্রীরামপুর স্টেশনের উন্নয়ন এবং আরও দুটো রেলগেটের উপর ব্রিজ তৈরি হবে ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী।

উত্তরপাড়ায় শতাব্দীপ্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শতাব্দী প্রাচীন হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা শীতলাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করে নতুন রূপে উদ্বোধন করলেন এলাকার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। এমএলএ ফান্ড থেকে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রাচীন প্রাথমিক স্কুলটির সংস্কার করা হয়। একেবারে নতুন করে। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব, মৌসুমী বিশ্বাস, মানসী সিংহ, অর্ণব রায়-সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা। উপস্থিত ছিলেন ওই স্কুলের প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্ররা ও অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের কর্মীরা স্কুলের ছাত্ররা ছাত্রীরা ও দিদিমণিরা। উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক জানান, 'এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বহু প্রাচীন ৭৮ বছর হল। অনেক কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একদম ভগ্ন দশা হয়েছিল। তাই বিধায়ক ফান্ডের ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয়টির সংস্কার করলাম। কাউন্সিলররা, পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন।'

বালুরঘাটে 'অস্মিতা লিগ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল বালুরঘাট। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অত্রয়ী ডিএভি পাবলিক স্কুলের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে 'অস্মিতা লিগ' নামক এই বিশেষ অ্যাথলেটিক মিট-এর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের 'মাই ভারত' উদ্যোগ এবং পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জেলার প্রায় ২০০ জন নারী প্রতিযোগী অংশ নেন। নারীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন। প্রতিযোগিতাকে তিনটি বয়স ভিত্তিক স্তরে ভাগ করা হয়েছিল অনূর্ধ্ব ১৩ বছর, ১৩ থেকে ১৮ বছর এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্ব। মাঠের মূল আকর্ষণ ছিল ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড়। প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও লড়াইয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ এক উৎসবমুখর চেহারা নেয়। অ্যাথলেটিক বিভাগের বিজয়ীদের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল সন্দীপ সরকার, রাজেন্দ্র দাস, মৌসুমী হালদার এবং সন্দীপ দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সঙ্গে তৃণমূলের বিদায় যাত্রাও শুরু: নির্মল ধাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রবিবার ইন্দাস বিজেপি কার্যালয়ে দলের পরিবর্তন যাত্রা বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই মন্তব্যের পাশাপাশি বিধায়ক নির্মল ধাড়া 'স্বৈরাচারী, নৈরাজ্যকারী, ধর্ষণকারী ও লুঠেরা সরকারকে' বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আগামী ৯ মার্চ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকায় এসে পৌঁছবে। তার আগে দলের তরফে সর্বত্র দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধাড়ার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে স্থানীয় ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের দাবি, 'প্রতিটা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা বড়বড় প্রতিশ্রুতি দেন, মিথ্যা বলেন। ২০২১, ২০২৪ এরপর ২০২৬-এ কার বিসর্জন যাত্রা আর কার রথযাত্রা তা সময় বলবে। তবে তৃণমূলের উন্নয়ন যাত্রা চলছে। গত ১৫ বছরে কি উন্নয়ন হয়েছে মানুষ জানেন, তারাই জবাব দেবেন।' এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র বলেও তিনি দাবি করেন।

আরামবাগে পরিবর্তনের দাবিতে বিজেপির বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রবিবার 'পরিবর্তন যাত্রা'র সমর্থনে আরামবাগ শহরে বড়সড় বাইক র‍্যালি করল বিজেপি। আরামবাগের

বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগের নেতৃত্বে যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালিতে কয়েকশো বাইক নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা অংশ নেন। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান তোলেন বিজেপি কর্মীরা। দৌলতপুর থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ পথজুড়ে বাইক মিছিল চলে।

এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'রাজ্যের মানুষ আজ তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনে অতিষ্ঠ। বাংলার সর্বত্র দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। তাই মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। এই পরিবর্তনের দাবিতেই বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা চলছে।' তিনি আরও দাবি করেন, আগামী দিনে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠন হবে এবং মানুষ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পাবে। বাইক র‍্যালিতে অংশ নেওয়া যুব বিজেপি নেতা কার্তিক দত্ত বলেন, 'আমরা সাধারণ কর্মীরা মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই। বর্তমান সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা বেড়েছে। তাই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পরিবর্তনের দাবিতে আমরা রাস্তায় নেমেছি।' আরও এক বিজেপি কর্মী বলেন, 'বাংলার উন্নয়নের জন্য সরকার পরিবর্তন জরুরি। সেই লক্ষ্যেই আমরা গ্রামেগঞ্জে মানুষের কাছে বিজেপির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি।' তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি রাজ্যে কোনও জনভিত্তি তৈরি করতে না পেরে শুধুমাত্র প্রচারের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি করছে। এই বিষয়ে আরামবাগের এক তৃণমূল নেতা বলেন, 'মানুষ উন্নয়ন দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলায় একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প হয়েছে। বিজেপি মানুষের সমর্থন না পেয়ে বাইক মিছিল করে শুধুমাত্র প্রচারের রাজনীতি করছে। আগামী দিনেও বাংলার মানুষ তৃণমূলের পাশেই থাকবে।' সব মিলিয়ে আরামবাগে বিজেপির এই বাইক র‍্যালি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা বেড়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

ইংরেজবাজারে লুঠপাট, মাথা থেঁতলে খুন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির দরজা খোলা থাকার সুবাদে এক সোনার অলংকার লুঠপাট, ঘটনায় হামলাকারীদের বাঁধা দেওয়ায় মহিলার মাথা থেঁতলে ও কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দমোহনপুর এলাকায়। মধ্যরাতে ওই মহিলার দেহ শোবার ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেই হৈচৈ শুরু হয়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় মিল্কি ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর ইংরেজবাজার থানা থেকে পুলিশ কুকুর তদন্তের জন্য নিয়ে আনা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সাথী মণ্ডল (৪৫)। কয়েক দিন ধরে এলাকায় কীর্তনের আসর চলছে। গভীর রাতে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরেন ওই মহিলা। আচমকা কেউ বা কারা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় ওই মহিলার মাথা। এরপর তাঁর স্বামী এবং এক ছেলে ওই কীর্তনের আসর থেকে বাড়িতে ঢুকলে দেখতে পান মায়ের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে মেঝেতে। তড়িঘড়ি মহিলাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, শরীরের সোনার গয়না ছিনতাই করতে হয়তো দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকেছিল। বাধা দেওয়ায় মহিলাকে খুন করে বলে অনুমান স্থানীয়দের। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রবিবার সকালে স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। মহিলা খুনের ঘটনায় শোকাহত পরিবার-সহ গোটা গ্রাম। খবর পেয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পৌঁছান ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তিনি পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেন চেয়ারম্যান। এদিকে মৃতের আত্মীয়েরা জানিয়েছেন, কীর্তনের আসরে অনেকেই ভিড় করছেন। সে ক্ষেত্রে ফাঁকা বাড়ির সুবাদেই এইভাবে দুষ্কৃতীরা মহিলাদের একা পেয়ে লুঠপাটের উদ্দেশ্যে হামলা চালাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্র ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

হাওড়ার শ্যামপুরের বেলপুকুরে শিশুদের নিয়ে তৈরি 'ছায়ানট' নৃত্যাঙ্গণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। কর্নধার দেবস্মিতা সান্ত্রা-সহ উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নদেবাসি জানা এবং ডিহিমণ্ডল ঘাট এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবব্রত দাস প্রমুখ।

নারী দিবসে অস্মিতা স্পোর্টস বাঁকুড়ায়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মেরা যুব ভারত, বাঁকুড়ার উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ ও জহর নবোদয় বিদ্যালয়, বাঁকুড়ার পরিচালনায় মহিলাদের ১০০, ২০০, ৪০০ মিটার দৌড় ও মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ প্লে গ্রাউন্ডে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলার ন্যাশনাল এথলেট অনিমেষ মুখার্জী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ বসু। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা, জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সংঘের সভাপতি দীপক ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি রবীন মণ্ডল, ডিএস-এর কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী এবং মেরা যুব ভারতের প্রতিনিধি জয়ন্ত সাহা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। এই দিনে মহিলাদের এই দৌড় প্রতিযোগিতার বিষয় ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সকল প্রতিযোগীদের ইচ্ছে এবং চেষ্টা আগামী দিনে তাদের আরও সফল জায়গায় নিয়ে যাবে বলে উদ্যোক্তারা মনে করে।

পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে বিজেপির বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে বিজেপির বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরে। পরিবর্তন যাত্রাকে সামনে রেখে বিজেপির বাইক র‍্যালি। রবিবার দুর্গাপুরের পূর্ব বিধানসভার ইস্পাত নগরীর রাজেন্দ্র প্রসাদ এলাকা থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। অন্যদিকে পশ্চিম বিধানসভার সিটি সেন্টার থেকেও আরেকটি বাইক মিছিল বের হয়। পশ্চিম বিধানসভায় র‍্যালির নেতৃত্ব দেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই এবং পূর্ব বিধানসভায় নেতৃত্ব দেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এবারের লড়াই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জনতার। মানুষের সমর্থন পরিবর্তন যাত্রাতেও মিলছে বলে তাদের দাবি। আগামী ১০ মার্চ দুর্গাপুরে পরিবর্তন যাত্রার রথ আসবে, সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এই বাইক র‍্যালি করা হয়েছে বলে জানান নেতৃত্ব।

নারী দিবসেও অবহেলায় বিছানাবন্দি সুদীপ্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। সারা বিশ্বজুড়ে নারীদের সম্মান জানাতে এবং নারীদের মৌলিক অধিকার বজায় রাখতে পালিত হচ্ছে নারী দিবস। কিন্তু আদৌ কি বাংলায় নারীরা তাদের অধিকার পেয়েছে? স্বাধীনতা পেয়েছে? সুরক্ষা পেয়েছে? এই প্রশ্নগুলো বার বার উঠেছে। এই নারী দিবসের দিনে দাঁড়িয়ে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে ২৬ বছরের এক বিশেষ চাহিদা সম্পর্ণ নারীর হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা জানা গেল। গোঘাটের তারাহাট এলাকার বাসিন্দা সুদীপ্তা দাস। তিনি ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। আর এই জন্যই তিনি সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়ে রয়েছেন। না আছে ভোটার কার্ড। আর না আছে আধার কার্ড। বাবা ও মায়ের কোলে কোনও রকমে অবহেলিতভাবে জীবন যাপন করছেন। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও ২৬ বছরে কেউ এগিয়ে এসে তাঁর ভোটার ও আধার কার্ড করে দেয়নি। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় খুব কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করছেন। ভোটার ও আধার কার্ড না থাকায় সরকারী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন সুদীপ্তাদেবী। বর্তমান সময় বিশেষ চাহিদা সম্পর্ণ নারীদের জন্য প্রশাসন বহু ভাতা ও প্রকল্প ঘোষণা করেছে। কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়েও এই নারী সব অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই ঘটনা। সুদীপ্তার বাবা দরিদ্র মানুষ। লোকের জমিতে কৃষি শ্রমিক। সংসার চালাতেই অস্থির। মেয়ের দিকে সেভাবে নজর দিতে পারেননি। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও চেষ্টা করেনি নারীর অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) মূলত নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অর্জন উদযাপনের পাশাপাশি লিঙ্গ সমতা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে পালিত হয়। সেটা কি পেয়েছেন এই সুদীপ্তা? ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। ২৬ বছর ধরে একেবারে বিছানা বন্দি অবস্থাতেই জীবন কাটাচ্ছেন। আজ পর্যন্ত সুদীপ্তার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে আশার বিষয় কামারপুকুরের সমাজসেবী অভিজিৎ বিশ্বাস সুদীপ্তার কথা জানতে পেরে তাঁর পাশে দাঁড়ান এবং একটি টাইসাইকেল তুলে দেন। পাশাপাশি সরকারি ভাবে আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন, 'আধার কার্ড তৈরি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা ওর হাতে তা তুলে দেব।' বিশ্ব নারী দিবসে এই রকম এক নারীর হৃদয় বিদারক ঘটনা কি বাঞ্ছনীয় ছিল? তাঁর কি সরকারি পরিষেবা পাওয়া উচিত ছিল না। সুদীপ্তা কেন স্বাভাবিক ভাবে একজন সুস্থ প্রতিবন্ধীর মতো জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না। প্রশ্ন উঠলেও তাঁর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। এখন দেখার অভিজিৎবাবুর মতো কয়জন মানুষ এগিয়ে আসেন।

কাটোয়ার সভায় তৃণমূলকে তোপ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে কাটোয়ার ঘোষহাটের মাঠে আয়োজিত এক জনসভা থেকে রাজ্যের শাসক দলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ এখন একটাই কথা বলছে 'ও দিদি, পায়ে পড়ি রে, দয়া করে গদি ছেড়ে দে'। যেখানে তিনি ধরনা দিচ্ছেন, সেখানেই ধরনা দিতে থাকবেন। আর এদিকে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন। তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পদযাত্রা করতে হবে, এরপর তিনি সেখানেই ধরনা দিয়ে যাবেন।'

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, 'শনিবার ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তা বাঙালির সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এটা কি শুধুমাত্র তাঁর পদবি 'মুর্মু' বলেই করা হচ্ছে? এটা গোটা আদিবাসী সমাজের অপমান।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসক দল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে নেতারা এমন মন্তব্য করে আদিবাসী সমাজকে অপমান করছেন। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, রাষ্ট্রপতির পদবি যদি অন্য কিছু যেমন মুখার্জি, ব্যানার্জি বা চ্যাটার্জি হত, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের আচরণ করত না।' রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে থাকায় এই ধরনের বক্তব্য ও পালটা অভিযোগে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্র হতে শুরু হয়েছে।

বেহাল রাস্তা না সারালে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নের হাওয়া বইছে। রাস্তা থেকে ড্রেন, ছাড়াও স্থানীয়দের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে উন্নয়ন হয়ে চলেছে। নিন্দুকেরাও এই উন্নয়নের বিপরীতে কথা বলতেও দুবার ভাববে। সেখানে দাঁড়িয়ে এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে বিক্ষোভ এবং রাস্তার কাজ না হলে ভোট বয়কটের ডাক মমতা সরকারের মুখ পোড়াচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। আর এই ছবি দেখা গেল বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়ার মাঝি পাড়া এলাকায়। যদিও দোষ ঢাকতে বিধায়ক রফিকুল ইসলামের অজুহাত, 'যারা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা কেউই তৃণমূলের কর্মী সমর্থক নন। তবে ওই রাস্তার প্রপোজাল দেওয়া আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে ওই রাস্তা নিয়ে। অবিলম্বে ওই রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হবে।' কিন্তু কবে হবে তার কোনও সময়সীমা দিতে পারেন নি। এলাকার মানুষের দাবি, হাসনাবাদ ব্লকের মাঝিপাড়া থেকে মিনাখা ব্লকের নিমিচি পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার রাস্তার বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ওই ৬ কিলোমিটার রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে রবিবার কয়েকটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে এই রাস্তা ঠিক করতে হবে। এই রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী বয়স্ক মানুষ সকলেই দিন রাত যাতায়াত করে। কিন্তু সেই রাস্তার এতটাই বেহাল অবস্থায় যে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে দিনের পর দিন। এলাকার মানুষ বর্ষদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্থানীয় তৃণমূলের বিধায়ক ও বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। তাই এদিন গ্রামবাসীরা এক হয়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তা সারাই না হলে তারা ভোট বয়কট করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, এসআইআরের নামে হয়রানি এবং নারী দিবস উপলক্ষে হরিপাল আরামবাগ সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ডা. করবী মান্নার নেতৃত্বে হরিপালের গোপীনগর হড়মোড় থেকে হরিপাল ডাকবাংলো মাঠ পর্যন্ত মহিলা মিছিল সংঘটিত হয়।

SBI | **এসবিআই শান্তিনিকেতন শাখা (০২১২১)**
পোঃঅঃ- শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম
পিন- ৭৩১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ,
ই-মেল আইডি: sbi.02121@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বরুন মন্ডল, যিনি **এসবিআই শান্তিনিকেতন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **০৯.০৩.২০২৬ বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **১০.০৩.২০২৬** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী বরুন মন্ডল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১০.০৩.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৫.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ২৫.০০০ গ্রাম	১টি নেকলেস ১টি চেন
২.	১০.০৩.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৪.৫৮০ গ্রাম নিট ওজন ২৪.০০০ গ্রাম	১টি চুড় ১টি চেন

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৬
স্থান: শান্তিনিকেতন
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **এসবিআই, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)**
'রোহরা প্লাজা', ১ম ফ্লোর, পৌর বাস স্ট্যান্ড,
জে.সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী,
পিন-৭১২১০১। ই-মেইল: sbi.64153@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪২২৭১৯৭৯৯২৩ (এইচবিএল), ৪২৭৭২০০২৩৭৯ (সুরক্ষা)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৭.১২.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা: শ্রী প্রসূন ধর, পিতা- প্রয়াত নির্মল কুমার ধর; সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সুস্মিতা ভট্টাচার্য, স্বামী- শ্রী প্রসূন ধর; উভয়ের ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং- বি২, ২য় ফ্লোর, 'কিরণ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং- ২৬৬ (নতুন), দুর্গাচরণ রক্ষিত রোড (উত্তর), লালবাগান চক, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলি- ৭১২১৩৬। বিকল্প ঠিকানা- মোগলটুলি (মালির বাগান), পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি- ৭১২১০১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১২,৪০,৭৫৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) ১৬.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা এবং / বা সহ- ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৬ মার্চ, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে এবং / বা সহ- ঋণগ্রহীতা কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **১২,৪০,৭৫৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র) ১৬.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা এবং / বা সহ- ঋণগ্রহীতা -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

হুগলি জেলার চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং চন্দননগর পোঃঅঃ ও থানার অন্তর্গত মৌজা- চন্দননগর, জে.এল. নং ১, শিট নং ১৫, আর.এস. দাগ নং ১৬৬ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৮১-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে ২৬৬ নং (নতুন) হোল্ডিং, দুর্গাচরণ রক্ষিত রোড (উত্তর), লালবাগান চক, চন্দননগর- ৭১২১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত '**কিরণ অ্যাপার্টমেন্ট**' নামক ভবনের ২য় ফ্লোরে **বি২** নম্বর ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি **৬০০ বর্গফুট** কভার্ড এরিয়া এবং মোট **৭৫০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট। সম্পত্তিটি ২০২৩ সালের ০৬০৪০৩৮৫৭ নম্বর দলিল অনুযায়ী চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে বুক- ১, ভলিউম নম্বর ০৬০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৮২৬৯৫ থেকে ৮২৭৩১।
১. শ্রী প্রসূন ধর, পিতা- মৃত নির্মল কুমার ধর এবং ২. শ্রীমতী সুস্মিতা ভট্টাচার্য,স্বামী- শ্রী প্রসূন ধর -এর নামে সম্পত্তিটি নথিভুক্ত রয়েছে।
ভবনটির চতুঃসীমা- উত্তরে- সি.এম.সি. কাঁচা ড্রেন ও কালিদাস চতুষ্পাঠীর খোলা জমি। দক্ষিণে- দুর্গাচরণ রক্ষিত রোড। পূর্বে- সি.এম.সি. কাঁচা ড্রেন, কালিদাস চতুষ্পাঠীর খোলা জমি এবং বিদ্যুৎ বরণ মুখার্জির ও অন্যান্যদের বাড়ি। পশ্চিমে- অন্যদের খোলা জমি, রথীন ভড়ের বাড়ি এবং অসীম কুমার ভড়ের বাড়ি ও খোলা জমি।

তারিখ: ০৬.০৩.২০২৬
স্থান: চুঁচুড়া, হুগলী
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পব)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সোমা পাল, ই-মেল আইডি : sbi.10264@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭২৩৫২৬

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : ক) শ্রী বিনয় কুমার সরদার, পিতা শ্যামাপদ সরদার খ) শ্রীমতি প্রতিমা সরদার, স্বামী বিনয় কুমার সরদার, উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : দেবক, পো মামুদপুর, থানা : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন :৭৪৩১৬৬, পব	সম্পত্তি **শ্রী বিনয় কুমার সরদার,** পিতা শ্যামাপদ সরদার এবং **শ্রীমতি প্রতিমা সরদার,** স্বামী শ্রী বিনয় কুমার সরদার, **বিক্রয় দলিল নং ১-৮৩২৫-২০১৭** সালের এডিএসআর বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি জমির পরিমাপ এরিয়া ১২১০ বর্গফুট বা ২.৭৮ শতক , মৌজা : নরি, জেএল নং ৭০, আরএস খতিয়ান নং ১১৭, এলআর খতিয়ান নং ১২৪২২ এবং ১২৪২৩, আরএস প্লট নং ১৫৯২,এলআর প্লট নং ২৬০৬, রায়ান ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা :বর্ধনান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্যানাল বাঁধ; দক্ষিণে : অন্যান্যর খালি জমি; পূর্বে : অন্যান্যর ভবন; পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি এবং ভবন। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত**	১৩,৫৫,৩৯২.০০ টাকা (তেরো লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ বিরানব্বই টাকা) ০৬.০৩.২০২৬ অনুযায়ী এবং চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭২৩৫২৬/ ৮০০১১৫২৬৬৪	ক) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬২,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৪.২০২৬ এবং ১১.০৪.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https:// BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ ঃ ০৯.০৩.২০২৬
স্থান ঃ পূর্ব বর্ধমান
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.০৩.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম। অংশীদার(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	রাইস মিলের জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২৩৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক, রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা রানিচক,রাইস মিল জমি তদস্থিত ভবন স্বত্ব দলিল নং ৩২১৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয়ের জন্য ৪০৯, এরিয়া ৪.১৬ একর((পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) এবং ১২০, জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক। সমুদয় সম্পত্তি **এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম** এর নামে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দখলীকৃত)। দ্রষ্টব্য : ডিআরটি-১ উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩ উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে এসএ দায়ের করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা **(চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০৩.০১.২০২৫ এবং ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী	ক) ৩,২০,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩২,০০,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.০৩.২০২৬ এবং ২০.০৩.২০২৬
২	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি.। ডিরেক্টর(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	ফ্যাক্টরি জমি পরিমাপ ৩৪ ডেসিমেল তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম রানিচক, পো আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা : রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২(অংশ), স্বত্বা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২, স্বত্ব দলিল নং ২১৪১/২০০৫ **সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এবং শেখ আবদুল সালাম এর নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে)। দ্রষ্টব্য : মামলা বিবাদ নং ২০/আরসিএস-২০২৪ সালের-ডব্লুবিএস কো-অপা মার্কেটিং ফেডারেশন এলটিডি (বেনফেড) কর্তৃক দাখিলকৃত।**	১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা **(এক কোটি নব্বই লাখ ষোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ২০.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী	ক) ৬২,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৬,২৪,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.০৩.২০২৬ এবং ২০.০৩.২০২৬

দ্রষ্টব্য ৩ : ক্রম নং ১ এবং ২ এর অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি একই কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাদের মধ্যে স্পষ্ট সীমানা নেই, তাই সম্ভাব্য দরদাতাকে ক্রম নং ১ এবং ২ এর সম্পত্তির জন্য সম্মিলিত দর জমা দিতে হবে। এই দুটি সম্পত্তির জন্য পৃথক দর গ্রহণ করা হবে না।

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
৩	**ঋণগ্রহীতা : ক) শ্রীমতি রিয়া ঘোষ খ) শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাইলস মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ৮মতল,টাওয়ার সি-৬, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট কমবেশি ইডেন সিটি মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পো শ্রীরঙ্গাবাদ, থানা মহেশতলা, মৌজা শ্রীরঙ্গাবাদ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা - ৭০০১৩৭, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত টাওয়ার সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-২৩৬৮-২০১৮ সালের, সম্পত্তি ১. শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান এবং ২. শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এর নামে, নথিভুক্ত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১,ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮-২০১৮ সালের। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে)**	৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা **(চৌত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা) ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০৩.২০২৩ থেকে	ক) ২৪,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৭,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৩.২০২৬ এবং ২০.০৩.২০২৬
৪	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **স্বত্ব দলিল নং আই-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা **(একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া	ক) ২৩,৩২,০০০.০০ টাকা খ)২,৩৩,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৩.২০২৬ এবং ২০.০৩.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৯.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫, বি.টি.এম সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৫-০৩-২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনবিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং) এবং উক্ত আইনের সেকশন ১৩(১২)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। উক্ত আইনের রুল ৮ এর সাব-রুল ৫ ও ৬-এর অধীনে উল্লিখিত তারিখ, স্থান ও সময়ে ই-অকশন আয়োজনের মাধ্যমে অনুমোদিত আধিকারিকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। সাধারণ জনগণ এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ব্যাংকের বকেয়া ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তানুসারে নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলির সারফেইসি আইনের অধীনে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

শাখার নামসহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না জমা (ইএমডি, টাকায়)
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** ঋষিতা নন্দী **ঋণগ্রহীতা/জামিনদার:** ডঃ ঋষিতা নন্দী / ডঃ ছবি নন্দী **ঠিকানা:** ই১ কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২বি, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রেশন অফিসের আওতাধীন এবং গড়িয়াহাট থানা ও পোঃ এলাকার অন্তর্গত ১৯৫/৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, ডিভিশন নং-৬, সাব-ডিভিশন নং-কে, হোল্ডিং নং-৫ ঠিকানায় অবস্থিত একটি জি+৫ (আংশিক ছয়) তলা ভবনের সম্পূর্ণ আবাসিক ৩য় ফ্লোরের মোজাইক করা ১০৫৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ ১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । উক্ত সম্পত্তিটি ২০২৩ সালের আই-১৯০৪-০৭৩৫৩ নম্বর স্বত্ব দলিল অনুযায়ী মিস ঋষিতা নন্দীর নামে নথিভুক্ত।	**২,৫৫,৮০,৩০৫.৮০ টাকা** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ১৫.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	০৩.০৫.২০২৩ এবং ২৬.০৭.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)	**৫৯,০০,০০০/- টাকা এবং ৫,৯০,০০০/- টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** ঋষিতা নন্দী **ঋণগ্রহীতা/জামিনদার:** ডঃ ঋষিতা নন্দী / ডঃ ছবি নন্দী **ঠিকানা:** ই১ কলম্বিয়া স্ট্রিট, সেক্টর ২বি, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর এ.ডি.এস.আর. রেজিস্ট্রেশন অফিসের আওতাধীন এবং গড়িয়াহাট থানা ও পোঃ এলাকার অন্তর্গত ১৯৫/৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, ডিভিশন নং-৬, সাব-ডিভিশন নং-কে, হোল্ডিং নং-৫ ঠিকানায় অবস্থিত একটি জি+৫ (আংশিক ছয়) তলা ভবনের সম্পূর্ণ আবাসিক ৪র্থ ফ্লোরের মোজাইক করা ১০৫৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ ১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । উক্ত সম্পত্তিটি ২০২৩ সালের আই-১৯০৪-০৭৩৪৮ নম্বর স্বত্ব দলিল অনুযায়ী মিস ঋষিতা নন্দীর নামে নথিভুক্ত।	**২,৫৫,৮০,৩০৫.৮০ টাকা** ৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ১৫.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	০৩.০৫.২০২৩ এবং ২৬.০৭.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)	**৫৯,০০,০০০/- টাকা এবং ৫,৯০,০০০/- টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** প্রিন্স টাইলস অ্যান্ড গ্রানাইটস **ঋণগ্রহীতা:** নূরজাহান হক **জামিনদার:** এমদাদুল হক **ঠিকানা:** ৬১৪ পূর্বাচল মেইন রোড, থানা কসবা, কলকাতা ৭০০০৭৮	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৬ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং কসবা থানার অন্তর্গত ৬১৪ নং পূর্বাচল রোড, কলকাতা- ৭০০০০৮ ঠিকানায় অবস্থিত একটি জি+৩ (গ্রাউন্ড প্লাস থ্রি) তলা ভবনের প্রথম ফ্লোরে বেডরুমসমূহ, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর সম্বলিত কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং উক্ত ভবনের সাধারণ এলাকা ও চত্বরের আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যবহার্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । উক্ত সম্পত্তিটি ২০০৯ সালের আই-০২৮৩৭ নম্বর স্বত্ব দলিল অনুযায়ী শ্রী এমদাদুল হকের (জামিনদার) নামে নথিভুক্ত।	**১,৩২,৯৪,১১৮.৩৭ টাকা** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ১৫.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	০২.০৬.২০২২ এবং ২৪.০৬.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)	**৩৮,৮৪,০০০/- টাকা এবং ৩,৮৮,৪০০/- টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** প্রিন্স টাইলস অ্যান্ড গ্রানাইটস **ঋণগ্রহীতা:** নূরজাহান হক **জামিনদার:** এমদাদুল হক **ঠিকানা:** ৬১৪ পূর্বাচল মেইন রোড, থানা কসবা, কলকাতা ৭০০০৭৮	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৬ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং কসবা থানার অন্তর্গত ৬১৪ নং পূর্বাচল রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭৮ ঠিকানায় অবস্থিত উক্ত জি+৩ (গ্রাউন্ড প্লাস থ্রি) তলা ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ফ্লোর বেডরুমসমূহ, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর সম্বলিত কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং উক্ত চত্বরের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশসহ ভবনের সাধারণ এলাকা ও চত্বরের আনুপাতিক অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহার্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। উক্ত সম্পত্তিটি ২০০৯ সালের আই-০৬৫০৮ নম্বর স্বত্ব দলিল অনুযায়ী শ্রী এমদাদুল হকের (জামিনদার) নামে নথিভুক্ত।	**১,৩২,৯৪,১১৮.৩৭ টাকা** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ১৫.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	০২.০৬.২০২২ এবং ২৪.০৬.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)	**৩৮,৮৪,০০০/- টাকা এবং ৩,৮৮,৪০০/- টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** সুধীর রায় **ঋণগ্রহীতা:** ১. সুধীর রায় **ঠিকানা:** পিতা- শ্রী কৃপা শংকর রায়, ২২২/১, বেড়িয়াপাড়া লেন, ফ্ল্যাট নং- ৪, ১ম ফ্লোর, পোঃ- বেদিয়াপাড়া, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৭৭ (পঃবঃ)	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বরানগর পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং বরানগর থানার অন্তর্গত মৌজা- সিঁথি নিজ, জে.এল. নং ১১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, খতিয়ান নং ৪৫০, ৪৫৯-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ১০৪, ১৩১(পি), এল.আর. দাগ নং ১০৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৫৫, ১৫৫৬, ১৫৫৭, ১৫৫৮ ও ১৫৫৯; বর্তমানে ৩০/৫৯ আটাপাড়া লেন, কলকাতা- ৭০০০৫০ ঠিকানায় ১৭৪৬ নং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং-এ অবস্থিত 'ঋষিকেশ ধাম' নামক জি+৩ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত কমবেশি ৭৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি ২০২২ সালের আই-১৫০৬০৬৮৫৮ নম্বর দলিল অনুযায়ী কাশীপুর দমদম এ.ডি.এস.আর.ও. অফিসে নিবন্ধিত এবং শ্রী কৃপা শংকর রায়ের পুত্র শ্রী সুধীর রায়ের নামে নথিভুক্ত রয়েছে।	**২৫,৭৫,৭৪৬.০০ টাকা** ১৯.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ২০.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	১৮.০৬.২০২৫ এবং ০৩.০৯.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**২৪,৯৯,৫০০/- টাকা এবং ২,৪৯,৯৫০/- টাকা**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম:** সুধীর রায় **ঋণগ্রহীতা:** ১. সুধীর রায়, ২. কৃষ্ণা রাই **ঠিকানা:** পিতা- শ্রী কৃপা শংকর রায়, ২২২/১, বেদিয়াপাড়া লেন, ফ্ল্যাট নং- ৪, ১ম ফ্লোর, পোঃ- বেড়িয়াপাড়া, থানা দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৭৭ (পঃবঃ)	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং দমদম থানার অন্তর্গত মৌজা- সিঁথি নিজ, জে.এল. নং ১১, আর.এস. নং ০৯, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ৫৩০, এল.আর. দাগ নং ১৬১১, আর.এস. খতিয়ান নং ২৮৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৭২; বর্তমানে আর.এন. ঠাকুর রোডের ৬৩৭ নং হোল্ডিং এবং ৫৭৩ নং চত্বরে অবস্থিত একটি জি+৪ তলা আবাসিক ভবনের ২য় ফ্লোরে ২-বি নম্বর ফ্ল্যাট (কার্পেট এলাকা৺ ৭০১ বর্গফুট এবং জমির আনুপাতিক অংশ ও সাধারণ সুবিধাদিসহ ৯২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২-বিএইচকে ফ্ল্যাট) সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি ২৭.০১.২০২৩ তারিখের আই-১৫০৬-০০৬৫১/২০২৩ নম্বর দলিল অনুযায়ী শ্রী সুধীর রায় এবং মিস কৃষ্ণা রাই যৌথ নামে নথিভুক্ত রয়েছে।	**৩৫,৩০,১১৪.২৭ টাকা** ১৯.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ২০.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ও খরচ সহ।	০৪.০৩.২০২৫ এবং ২৮.০৫.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**৩২,০৬,৫০০/- টাকা এবং ৩,২০,৬৫০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) অকশন বিক্রয়/বিড প্রক্রিয়া শুধুমাত্র https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং' পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে।
(২) **সকল সম্পত্তির জন্য অকশনের তারিখ ও সময় ২৫.০৩.২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত; এরপর প্রতিটি ১০ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন বা বর্ধিত সময় প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ প্রথম দফায় অকশন প্রক্রিয়া ১২০ মিনিট চলবে এবং যদি শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া যায়, তবে অকশনের সময় আরও ১০ মিনিট বেড়ে যাবে। শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। অকশন উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপর থেকে শুরু হবে। বিডকারীগণ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার গুণিতকে তাদের বিড বৃদ্ধি করতে পারবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ০৯.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারবেন।**
(৩) **ইচ্ছুক বিডকারীগণকে https://baanknet.com/ পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। অকশনের নিবন্ধকরণ পদ্ধতি, অকশনের ধরন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরোক্ত লিঙ্কে পাওয়া যাবে। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য ইচ্ছুক বিডকারীগণ ০৩৩-২২৩১-৪০৯৪/ ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে অথবা শ্রী সুরেশ কুমার (৯১-৯২০৪৮৮২৩০০) বা শ্রী দিব্যেন্দু রায় (+৯১-৮২১০৪৮৩১৬৪)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদসমূহ **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'কোনো দায়ভার গ্রহণ ব্যতীত ভিত্তিতে'** বিক্রয় করা হবে। ইচ্ছুক বিডকারীগণকে বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, স্বত্ব এবং সম্পত্তির ওপর দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং **বাস্তবিক দখল নিতে প্রয়োজনীয় সময়** ও খরচ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রপার্টি ট্যাক্স, বিদ্যুৎ খরচ ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া সংবিধিবদ্ধ পাওনা সফল বিডকারীকে বহন করতে হবে। **কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং বাস্তবিক দখল নিতে বিলম্ব, খরচ বা আইনি সমস্যার জন্য (সাংকেতিক দখলে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।**
(৫) উপরের তফসিলে উল্লিখিত বিবরণসমূহ অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাংকের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে। এই জনবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়া তথ্যের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক এবং/অথবা ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রয় করা হবে না। ইচ্ছুক বিডকারীগণকে উপরে বর্ণিত বায়না জমা (ইএমডি) https://baanknet.com/ পোর্টালের ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উক্ত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **ইচ্ছুক বিডকারীগণকে অকশনের তারিখের অনেক আগে, তবে অবশ্যই ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.০০টার মধ্যে উপরোক্ত পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল বিডকারীকে বিক্রয়ের স্বপক্ষে অনুমোদিত আধিকারিকের বিড গ্রহণের পরপরই ইএমডি-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিড করা অর্থের ২৫% জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এখানে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলোর জন্য সর্বোচ্চ বিডকারীকে সফল বিডকারী/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে, যদি তিনি আইনত বিড করার যোগ্য হন।**
(৯) **বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫তম দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) অথবা অনুমোদিত আধিকারিকের সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল বিডকারী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইতিপূর্বে জমা দেওয়া সমস্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাংক অকশন বাতিল করে নতুনভাবে অকশন ডাকার অধিকারী হবেন।**
(১০) বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত আধিকারিক বিডকারীর নামে বিক্রয় শংসাপত্র প্রদান করবেন এবং এরপর বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক আর কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা মকুব করার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।
(১২) সফল বিডকারী/ক্রেতা হস্তান্তর দলিল -এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি এবং পরিষেবা কর/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) সহ সমস্ত কর বহন করবেন।
(১৩) এই বিজ্ঞাপনটি অগ্রিম ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের ঋণের বিষয়ে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৮(৬) নিয়মের অধীনে পনেরো দিনের নোটিশ হিসেবে গণ্য হবে।
(১৪) বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়াগত নির্দেশনাবলী এবং শর্তাবলী ডাউনলোডের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.bankofindia.bank.in এবং https://baanknet.com/ ।

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং,১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা , ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্র. নং ১ থেকে ৭)

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ (ক্র. নং ৮ থেকে ১৮)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী** স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তি , যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে ।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৩.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম	যে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স অ্যালাইড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, রুম নং ১৫, কলকাতা- ৭০০০০১, এবং ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক- সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা- ৭০০১৩২। **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেখা,** স্বামী- কৈলাশ চন্দ্র সুরেখা; **শ্রী রাজেশ সুরেখা,** পিতা- কৈলাশ চন্দ্র সুরেখা, **উভয়ের ঠিকানা-** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক- সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা- ৭০০১৩২	মৌজা- চন্দনহাটি, জে.এল. নং ১০৪, দাগ নং ১৬৯-এর অংশ, আর.এস. খতিয়ান নং ৭২ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৯০ ও ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেইন রোড, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- বারাসাত, ১৭ নং ওয়ার্ড, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১২৪ ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল ১৮ ডেসিমেল) পরিমাপের বাস্তু পতিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (জমিটি বামনমুড়া মেইন রোডের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং একটি ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়।) **উক্ত সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের ০৫৫১১ নম্বর টাইটেল ডিড (২০১৩ সালের ০১১২০ নম্বর সংশোধন দলিল) এবং ২০১২ সালের ১২৬২৯ নম্বর দলিল ও ২০১২ সালের ১৪৩৭৭ নম্বর ঘোষণাপত্র দলিলের অন্তর্ভুক্ত। (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স অ্যালাইড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।** **সম্পত্তির চতুঃসীমা-** উত্তরে- মৌজা চন্দনহাটির আর.এস. দাগ নং ১৬৯ (অংশ), দক্ষিণে- আংশিক ব্যক্তিগত রাস্তা এবং আংশিক মৌজা চন্দনহাটির আর.এস. দাগ নং ১৬৯-এর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বেষ্টিত, পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ১৭০, পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার পাঁচশত বারো টাকা মাত্র) ০৯.০৩.২০১৫** তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১	ক) ৭০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৭,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
২.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী অমিত শ', পিতা- শ্রী জয়প্রকাশ শ', ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে, আলমবাজার, কলকাতা- ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 'বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট', মৌজা- হাতিয়ারা, থানা- রাজারহাট, পোঃ- বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৫	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট থানার অন্তর্গত এবং বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (তৎকালীন রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যাল) নতুন ২০ নং (পুরাতন ১১ নং) ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- হাতিয়ারা, জে.এল. নং ১৪, রে. সা. নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮১৩, সি.এস. খতিয়ান নং ১১০৮, সি.এস. দাগ নং ১১০৩, আর.এস. দাগ নং ১১৫৭-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক-এইচ/বি, হাতিয়ারা রোডে অবস্থিত 'বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সের আনুপাতিক জমির অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে (জি+৩ ভবন, ১৫ বছরের পুরনো) 'জিএ' চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। (উক্ত বিল্ডিং-এ কোনো লিফট নেই এবং লিফটের কোনো ব্যবস্থাও নেই)। এটি রাজারহাট (তৎকালীন বিধাননগর সল্টলেক সিটি) অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসে ২০২০ সালের ১৯০৪০৪৭৭৭ নম্বর দলিল হিসেবে বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী অমিত শ'-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তর- আর.এস. দাগ নং ১১৫৭-এর অংশ, দক্ষিণ- সখি চরণ শর্মার জমি, পূর্ব- কে.এল. পাল মার্কেট, পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল পাকা রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে।**	**৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ এক হাজার পঁচাশি টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১	ক) ১৪,৬৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৬,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী ভরত সিং** **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস** পিতা- শ্রী শিউনন্দন সিং **ঠিকানা-** সি-১/৭০১, খাকি এস্টেট, প্লট নং ২ডি/৪১/১, স্ট্রিট নং ৭০২, সিটি সেন্টার- ২ এর কাছে, ব্লক- ডি, নিউ টাউন, কলকাতা, পিন- ৭০০১৬১। **শ্রী ভরত সিং, প্রযত্নে- শ্রী রমণ সিং** **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৪০৬ এবং ৪০৩, কৌশল্যা এস্টেট, বন্দর বাগিচা রোড, ওঃ বাংলো চক, পাটনা, বিহার, পিন- ৮০০০০১। **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস** **ঠিকানা-** ৫/১, গিরিশ রোড, বেলুর মঠ, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১২০২।	**সম্পত্তি ১:** টাটা মোটরস লি.-এর ভারি পণ্যবাহী যান (বাণিজ্যিক) টাটা সিগনা ৫৫৩০, বিএস-৬, ডিজেল, রেজিস্ট্রেশন নং JH 10CT 6417 ২০২৩ সালে নির্মিত। ইঞ্জিন নং B67B62300D02132J64328208 চ্যাসিস নং MAT828048P3J29089 (যানবাহনটি **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস**-এর নামে রয়েছে)। **সম্পত্তি ২:** টাটা মোটরস লি.-এর ভারি পণ্যবাহী ট্রাক, মডেল- সিগনা ৫৫৩০ বিএস-৬ চ্যাসিস নং MAT828048P3J29089 ইঞ্জিন নং B67B62300D02132J64328208 যানবাহন নং- JH-10-CT-6417 (যানবাহনটি **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস**-এর নামে রয়েছে।) **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	**৯৭,৬৬,০০০.০০ টাকা (সাতানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) ১৫.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদসহ এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ।** যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭১১৫৩১	সম্পত্তি ১ ক) ২৪,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,৪০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ ক) ২২,৮১,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৮,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৪.	**ঋণগ্রহীতা- জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা** **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক বি, ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজীপাড়া, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১২৪। **অন্যান্য ঠিকানা-** গ্রাম- চোরাগাছি, পোঃ- ভারাজিপানিশালা, থানা- কুশমন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১৩২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **"ফরচুন টাউনশিপ"** নামক আবাসন প্রকল্পে অবস্থিত 'বি' ব্লকের ১ম ফ্লোরে ৫ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ৮৯৯ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তিটি **১২.০৩.২০১৮ তারিখে দলিল নং আই-১৯০৪-০২৫৩৭/২০১৮** মূলে নিবন্ধিত, যা বুক নং আই, ভলিউম নং ১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩৮৯৬ থেকে ১১৩৯১৭, সাল ২০১৮ হিসেবে এডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স- ৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত। এর সাথে আনুমানিক ৭.৬৫ একর জমিতে অবস্থিত কমপ্লেক্সের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা-সিথি/সিথি, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ৩৬৫, রেভিনিউ সার্কেল নং ৪, হোল্ডিং নং ১, আনোয়ারপুর-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৭, ৭৮, ৯, ৯২, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ২০২, ২২২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২২৬, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৯১, ৫১৭, ৫৩৯, ৬৪২, ৮০৯, ৮৬৫ এবং ৮৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ১১৬/৫২৬(পি), ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ৫২৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪(পি), ৫৪৬(পি), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫ এবং ৬৪৯(পি) ও ৬৯২(পি) নিয়ে গঠিত। বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৪ এবং বর্তমানে ঠিকানা ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজীপাড়া, পোঃ বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪, যা বারাসাত পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের (বর্তমানে ০৯ নং ওয়ার্ড) সীমানার মধ্যে এবং থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জমির প্লটটির চারদিকের সীমানা হলো: উত্তরে- জে.বি.ভেঞ্চারি (ইট ভাটা), পূর্বে- জে.বি.ভেঞ্চারি (ইট ভাটা), দক্ষিণে- উন্মুক্ত জমি (ডিজায়ার গ্রুপ), পশ্চিমে- যশোর রোড (পূর্ব) এন.এইচ. ৩৪। **সম্পত্তিটি শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা-এর নামে রয়েছে।** শিরোনামের দলিলে উল্লেখিত তথ্য ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেইন্টেন্যান্স বকেয়া ১,৫২,৭৫৪.৪৮ টাকা। **সম্পত্তিটি বর্তমানে বাস্তবিক দখলে রয়েছে**	**২২,৯১,৩৮১.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত একাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯০৫১০৩৩৬৯৭	ক) ২০,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৯,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৫.	**ঋণগ্রহীতা-** **শ্রী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি** পিতা- শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি, ঠিকানা- ৯২৭/ডি, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, খোলা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১১০	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং খোলা থানার অন্তর্গত ২৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত মৌজা- ঘোলা, জে.এল. নং ১৪, দাগ নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১৩৫০ (যা এল.আর. দাগ নং ২০৬৯-এর সমতুল্য), আর.এস. খতিয়ান নং ৪৭/২ (যা এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮৮৮-এর সমতুল্য), বর্তমানে ৯২৭/ডি নং, সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড ঠিকানায় অবস্থিত সমস্ত ব্যবহার্য অধিকারসহ কমবেশি ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০২ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং তৎসহ প্রায় ৪১৮ বর্গফুট আয়তনের একতলা বিশিষ্ট আবাসিক কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি **২০২৪ সালের ১৫২৪০১০৪৪ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫২৪ থেকে ২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৭৮০ থেকে ৩০৭৯৯-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র **শ্রী ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:** উত্তরে- আরতি বণিকের বাড়ি, পূর্বে- তারক আচার্যের বাড়ি, দক্ষিণে- ইন্দ্রজিৎ ঘোষের বাড়ি, পশ্চিমে- ১৪ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা এবং সত্যরঞ্জন পালের বাড়ি। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**২১,০৫,১৮৫.০০ টাকা (একুশ লক্ষ পাঁচ হাজার একশত পঁচাশি টাকা মাত্র) ২০.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং ২১.০৩.২০২৫ থেকে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ২১,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৭,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৬.	**ঋণগ্রহীতা-** **শ্রী আব্দুল ছাত্তার** পিতা- প্রয়াত সলারুদ্দিন, গ্রাম- সানবেড়িয়া, পোঃ- মুন্সিহাটি, থানা- শাসন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা (উত্তর), পিন- ৭০০১২৮	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অন্তর্গত এবং কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- সানবেড়িয়া জে.এল. নং ১৯২, তৌজি নং ১৪৪, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৫০৪-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৯ শতক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বারাসাত এডিএসআরও অফিসে ২০০৯ সালের বুক নং ১, ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, **দলিল নম্বর ০০১৬১** হিসেবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:** উত্তরে- গোলাম বারী মোল্লা, দক্ষিণে- আব্দুল সামাদ মোল্লা, পূর্বে- আব্দুল বারিক মোল্লা, পশ্চিমে- মালিকের নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অধীনস্থ সানবেড়িয়া গ্রাম, পোঃ- মুন্সিহাটি নিবাসী প্রয়াত সালাউদ্দিনের পুত্র **আব্দুল ছাত্তার মোল্লার নামে** রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৩,৮৮,০০০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাশি হাজার টাকা মাত্র) ২৪.১২.২০১২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৭.	**ঋণগ্রহীতা-** **শ্রী আব্দুল সহিদ** পিতা- প্রয়াত হবিবার রহমান, গ্রাম- কাঠিলিয়া, দক্ষারাজপাড়া, পোঃ- কদম্বগাছি, থানা- বারাসাত, পিন- ৭৪৩২৯৪	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এবং তৎকালীন বারাসাত (বর্তমানে দত্তপুকুর) থানার অধীনস্থ মৌজা- কাঠালিয়া, জে.এল. নং ১৪১, পরগণা- আনোয়ারপুর, সাবেক তৌজি নং ১৪৬, হাল তৌজি নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৫৪, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১২৪২-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ০৯.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি কদম্বগাছি এ.ডি.এস.আর. অফিসে **২০১৫ সালের ১০২২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক- ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫১৯-২০১৫, পৃষ্ঠা ৬৭৬১ থেকে ৬৭৮০-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৩২,৯৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫	ক) ২২,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৯,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৮.	**ঋণগ্রহীতা-** **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর** পিতা- শ্রী শঙ্কর সূত্রধর, চম্পাবেড়িয়া, জগন্নাথ মন্দির, চাকদহ বনগাঁ রোডের ওপর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৫	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ থানার অন্তর্গত এবং বনগাঁ পৌরসভার ৪ নং (নতুন ৮ নং) ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত মৌজা- চম্পাবেড়িয়া, জে.এল. নং ২১৩, হাল জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. দাগ নং ৭১৬, এল.আর. দাগ নং ২১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৩৫০/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩০, রেকর্ডকৃত খতিয়ান নং ৩৩৮৬-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৩.৭৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এবং তৎসহ সমস্ত কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি বনগাঁ এ.ডি.এস.আর.ও. অফিসে **২০২১ সালের ১৫০৯০২৭৫২ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ৫০৮৫৯ থেকে ৫০৮৭৫-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্কর সূত্রধরের পুত্র **শ্রী সুরজিৎ সূত্রধরের নামে রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো:** উত্তরে- মোহিত মোহন বালার সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- সোনালী কুণ্ডুর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৪৯,১৪,৫৭১.০০ টাকা (ঊনপঞ্চাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬	ক) ৩৮,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৯,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
৯.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি দেবযানী চট্টোপাধ্যায়,** স্বামী- সুব্রত বক্সী। **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, বিল্ডিং নং এ-০৯, টাইপ-এ, ব্লক- এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, ডাক বিভাগ- পানিহাটি, সোদপুর, জেলা- ২৪ পরগণা (উত্তর), কলকাতা- ৭০০১১৪ **এবং** দেবযানী, সোদপুর গভঃ হাউজিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ৫/১২, ব্লক- ৩, কলকাতা- ৭০০১১০, **এবং** পি অ্যান্ড টি বিভাগ, খড়দহ, পি. কে. বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দিরের কাছে, কলকাতা- ৭০০১১৭।	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং খড়দহ থানার অন্তর্গত ১২৯এ (পূর্বতন ২৭এ) বি.টি. রোড, পোঃ- সোদপুর, কলকাতা- ৭০০১১৪ ঠিকানায় অবস্থিত 'পিয়ারলেস নগর' নামক আবাসন প্রকল্পের বিল্ডিং নং এ-০৯, টাইপ-এ ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৪র্থ ফ্লোর আবাসিক ফ্ল্যাট-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সম্বলিত কমবেশি ৪২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **সম্পত্তিটি ২০০৪ সালের আই-৫৩৭৫ নম্বর দলিল** অনুযায়ী **শ্রীমতী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের** নামে নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১৯,৭১,৩৪৫.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) ০২.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯	ক) ৬,৭১,০০০.০০ টাকা খ) ৬৭,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১০.	ঋণগ্রহীতা- **মেসার্স লতিকা সী ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা-** গ্রাম - খাদালগোবরা, পোঃ ও থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৮ এবং পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **ডিরেক্টর ও জামিনদাতা- শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা- মৃত অমূল্য চরণ সামন্ত এবং **শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী- শ্রী শুভাশিস সামন্ত, **ঠিকানা-** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল- বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১।	মৌজা- হাতাবাড়ি, জে.এল. নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, পরগণা- মাজনমুঠা, থানা- কাঁথি, কাঁথি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এডিএসআর অফিস কাঁথি-১-এর এক্তিয়ারভুক্ত জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত ৩য় তলে 'বি' ব্লকের প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ। ভবনটি আর.সি.সি. কলাম ফাউন্ডেশনের ওপর নির্মিত এবং এটি একটি বেজমেন্ট ফ্লোর সহ নিচতলা ও তিনতলা বিশিষ্ট ভবন, যার মধ্যে ৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২ নং স্থানটি পার্কিং এরিয়া হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ২১৮ নং** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী শুভাশিস সামন্ত**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৪,১৬,০০,০০০.০০ টাকা (চার কোটি ষোলো লক্ষ টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১১.	ঋণগ্রহীতাগণ- **ক) শ্রী সুজাস চক্রবর্তী,** পিতা- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী; **খ) শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী **উভয়ের ঠিকানা-** অম্বালিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফেজ- ২, ফ্ল্যাট নং ১০২, ৯/১, মুকুন্দপুর, গ্রিনল্যান্ডের কাছে, কলকাতা- ৭০০০৯৯।	মৌজা - মুকুন্দপুর, জে.এল. নং ৪, আর.এস. নং ২২, তৌজি নং ১৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২, ১৩৩, ১৩৪ এবং ১৩৫ এবং আর.এস. দাগ ও এল.আর. দাগ নং ২৮/১১৭-এর অন্তর্ভুক্ত সোনারপুর থানার ২ নং খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)-এর অন্তর্গত ফেজ/ব্লক- ২ এর প্রথম তলে (উত্তর-পশ্চিম) অবস্থিত ১০১ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ১৩৯৭ বর্গফুট এবং এটি তিনটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডাব্লিউ.সি. এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত; এর সাথে নিচতলায় প্রায় ১১০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে কম-বেশি ২২ কাঠা ১২ ছটাক ০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত তিনটি জি + ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশ বা স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ০৯০৬৮ নং** হিসেবে বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ৩০, পৃষ্ঠা ২৩৯২ থেকে ২৪১৯-এ ডিএসআর - ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তীর পুত্র **শ্রী সুজাস চক্রবর্তী** এবং শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী **শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - প্লট নং ৯/১, পূর্বে - আর.এস. দাগ নং ২৮/১১৭-এর জমি, দক্ষিণে - আর.এস. দাগ নং ২৮/১১৭-এর জমি, পশ্চিমে - ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78144665452** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৪৭,১১,০২৯.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ এগারো হাজার উনত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২	ক) ৪৮,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১২.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী সৌগত দে** পিতা- শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিরাটি (বিশারপাড়া), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫১। **অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, 'ডিয়া লিটল টাওয়ার', হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪।	উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, পিন- ৭৪৩১৪৪ ঠিকানায় অবস্থিত **'দিয়া লিটল টাওয়ার'** নামক বহুতল ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত '৩সি' নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি কার্পেট এরিয়ায় ৪৫০ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়ায় ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬১০ বর্গফুট পরিমাপের। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ ও ১৩২৮০-এর অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৪ সালের ১৫০৫০৩৯৯১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮-এ এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দে-এর পুত্র **শ্রী সৌগত দে**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া রামচন্দ্র পথ, দক্ষিণে - গঙ্গাপদ পাড়ে, পূর্বে - নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিমে - ঋষিকেশ চক্রবর্তী। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78648493692** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১৫,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৩,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৩.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জী **ঠিকানা -** ১) সুভাষ নগর, পোঃ ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২৩১২১, ২) মারফত গগনাবাদ হাই স্কুল, পোঃ- গগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা- আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২৩১২১, ৩) ফ্ল্যাট নং ২০২, প্রথম তল, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ৪) ফ্ল্যাট নং ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ - রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	**সম্পত্তি নং ১:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০১ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬৫০ বর্গফুট এবং এটি ২ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং, ১ টি ব্যালকনি ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৪৫১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯২৩৯ থেকে ৩৮৯২৬৬-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তি নং ২:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০২ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬০০ বর্গফুট এবং এটি ১ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। **স্বত্ব দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৫০৯ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৯১২২৭ থেকে ৩৯১২৫৪-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং তৎপরবর্তী ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৪.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী গৌতম অধিকারী** **ঠিকানা-** ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চন্দসী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা- ৭০০০৬৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** মারফত সৌম্য শুভ্র দাস 'দাস ভিলা' ৩০/১ ইউ/১, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা- ৭০০০৫০; অন্যান্য ঠিকানা- প্রতিমা ৭৫৪, সারাই বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার ৫ নং ওয়ার্ডের ৭৫৪ নং হোল্ডিং, সারাই বোস রোডে অবস্থিত উক্ত ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে সম্মুখভাগে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) ১০৭ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ১০০০ বর্গফুট এবং যা তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত। এর সাথে কম-বেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, যা **২০১৯ সালের দলিল নং আই-২৩২৬ মূলে গৌতম অধিকারী-এর নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো-** উত্তরে- ১৮'-০" চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে- বিদ্যমান চারতলা ভবন, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- বিদ্যমান দোতলা ভবন। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	**৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত সাইত্রিশ টাকা মাত্র) ২৯.১২.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ২৭,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৫,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৫.	ঋণগ্রহীতা- **শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং শ্রীমতী উষা খৈতান** ১০৯ ডি.ডি. মোড়, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৩২।	চন্দননগর পৌর কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১৬২ (পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ) জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত লিফট সুবিধাযুক্ত একটি জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলে সম্মুখভাগে অবস্থিত সি৩ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক করা ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় ১৪০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং এটি ০৪ টি বেডরুম, ০১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ডাব্লিউ.সি.-সহ ০২ টি টয়লেট, ০১ টি কিচেন এবং ০১ টি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ছাদের অধিকার ও সাধারণ পরিষেবা ও খরচ সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং ফিক্সচার ও ফিটিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটি ২৪.০৩.২০০৭ তারিখের ২০০৬-০৭ সালের ১৯৯ নং অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিত যা চন্দননগর পৌর কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত। **সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের দলিল নং আই-০২২৫৫ মূলে শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান-এর নামে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৭,৭০,১০৯.৭২ টাকা (সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত নয় টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ২৮.০২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৬.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী নিলয় সরকার** পিতা- প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার **ঠিকানা-** ১১ এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৭৫। **এ ছাড়াও-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- ১/ই, প্রথম ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪। **এ ছাড়াও-** (কর্মচারী আইডি- ১৪৭৭২৪), পদবী- কনসালট্যান্ট, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ইকোস্পেস বিল্ডিং- ১, অ্যাকশন এরিয়া- ২, নিউটাউন, কলকাতা- ৭০০১৫৬। **এ ছাড়াও-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং বারাসাত থানার অন্তর্গত মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৮১, আর.এস. ২২৫, তৌজি নং ১২, আর.এস. দাগ নং ২৬৭, এল.আর. দাগ নং ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ ও ৩৩১২; বর্তমানে রামকৃষ্ণপুর রোড ঠিকানায় ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ নং হোল্ডিং (বর্তমানে একীভূত হোল্ডিং নং ১৭৭৯) বিশিষ্ট **'তরু অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক বহুতল ভবনের প্রথম ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত '১ই' নং আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা ডি.এস.আর.-৩ অফিসে **২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৬ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক নম্বর ১, ভলিউম নম্বর ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের পুত্র **শ্রী নিলয় সরকারের নামে** রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চতুঃসীমা হলো (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ১এফ ও ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং ৪ ফুট চওড়া করিডোর, পূর্বে- ১এফ নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে- ১ডি নং ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত আকাশ। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN78416170675** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২	ক) ৩১,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৮,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৭.	**ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স শাহী কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড,** প্রশাসনিক কার্যালয়ের ঠিকানা- আইবি- ১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০১০৬। ডিরেক্টর এবং গ্যারান্টারগণ:- **(১) ইরফান আলম এবং (২) মমতাজ খাতুন, উভয়ের ঠিকানা-** আইবি- ১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০১০৬	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬৯ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং কড়েয়া থানার অন্তর্গত বালিগঞ্জ, ২৭ নং আহিরিপুকুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা- ৭০০০১৯ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ৪র্থ ফ্লোরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ৪ডি নং আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস সম্বলিত মোট কমবেশি ১৫৩৭ বর্গফুট (১৪০২ বর্গফুট + ১৩৫ বর্গফুট) পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে সাধারণ লিফট সুবিধা এবং আনুপাতিক জমির অংশসহ সমস্ত ব্যবহার্য অধিকার, আপাত ব্যবহার্য অধিকার, সাধারণ পরিষেবা এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। **উক্ত সম্পত্তিটি ১২.০৩.২০২০ তারিখের আই-১০২৩ নম্বর দলিল অনুযায়ী শ্রী ইরফান আলমের স্ত্রী শ্রীমতি মমতাজ খাতুনের নামে নথিভুক্ত রয়েছে। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- আহিরিপুকুর ১ম লেন, দক্ষিণে- ২ নং নজর আলী লেন প্রেমিসেস, পূর্বে- ২২ নং আহিরিপুকুর ১ম লেন প্রেমিসেস, পশ্চিমে- ১/১এ নং নজর আলী লেন প্রেমিসেস। **প্রপার্টি আইডি: SBIN78178590451** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৭,৮৬,৩৩,৯০৯.০০ টাকা (সাত কোটি ছিয়াশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত নয় টাকা মাত্র) ২৯.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	ক) ১,২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	
১৮.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী অভিজিৎ সেন** পিতা- শ্রী চণ্ডী চরণ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫। **এবং** **শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি** স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২, ১ম ফ্লোর, ২২৭ মাখলা, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন- ৭১২২৪৫	হুগলী জেলার উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত মৌজা- মাখলা, জে.এল. নং ৯, আর.এস. প্লট নং ১৮১৬, খতিয়ান নং ১০২৫, এল.আর. প্লট নং ২০৭২; এল.আর. খতিয়ান নং ৭৮২৭, ৭৮২৮, ৭৮২৯, ৭৮৩০, ৭৮৩১-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে ২২৭ নং হোল্ডিং, মাখলা, নং ১ গভঃ কলোনি ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট পরিমাণের জমির ওপর দণ্ডায়মান ভবনের প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত ১/২ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সম্বলিত কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে উক্ত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের আই-১৩০২ নম্বর দলিল অনুযায়ী **শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জির নামে নথিভুক্ত। সম্পত্তির চতুঃসীমা হলো-** উত্তরে- অগ্রদূত ক্লাব, দক্ষিণে- অন্য ভবন, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- অন্য ভবন। **ব্যাঙ্ক প্রপার্টি আইডি: SBIN77513216097** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**১২,৭৯,৬৭৭.০০ টাকা** ০৬.০৪.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী (পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২	ক) ১১,৭১,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৭,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পরিদর্শনের তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬ এবং ২১.০৩.২০২৬	

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জেডিইউ-তে যোগ দিলেন নীতীশের পুত্র নিশান্ত কুমার

পাটনা, ৮ মার্চ: জল্পনা ছিল। অবশেষে তা সত্যি হল। রাজনীতিতে পা রাখলেন নীতীশ কুমারের পুত্র নিশান্ত কুমার। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এ যোগ দেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নীতীশ। এখন নিশান্তকে জেডিইউ কী দায়িত্ব দেয় সেটাই দেখার। পাটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, জেডিইউ নেতা সঞ্জয় কুমার ঝা প্রমুখ নীতীশের ছেলেকে তাঁদের দলে বরণ করে নেন।

নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত কুমার জনতা দল (ইউনাইটেড) দলে যোগ দেওয়ার পর বলেন, 'আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সকলে আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি তা পূরণ করার চেষ্টা করব। গত ২০ বছরে আমার বাবা যা করেছেন তাতে আমি, সমগ্র বিহার এবং সমগ্র দেশ গর্বিত।'

রাষ্ট্রপতির প্রতি আচরণে মমতাকে তির অন্নপূর্ণা-রেখার, সরব মায়াও

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ভূমিকায় রাষ্ট্রপতির উষ্মা প্রকাশ ও রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন। রবিবার অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি দেশের সাংবিধানিক প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় কোনও মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্বল মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায়। তিনি এও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যথাযথ নয়। রাষ্ট্রপতি কোনও দলের সদস্য নন। দ্রৌপদী মুর্মু সমগ্র দেশের সাংবিধানিক প্রধান। যে কোনও সময়, কোথাও যাওয়ার জন্য তাঁর কারও পরামর্শের প্রয়োজন নেই। গতকাল যা ঘটেছে তা অবশ্যই দেশের জন্য লজ্জাজনক এবং তাঁর (মমতার) দুর্বল চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ভূমিকায় রাষ্ট্রপতির উষ্মা প্রকাশ ও রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভৎসর্না করে রেখা গুপ্তা বলেন, সাংবিধানিক পদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জানেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে দিল্লিতে

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেখা গুপ্তা বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে কাজ করেন। তিনি সাংবিধানিক পদকে সম্মান করতে জানেন না। দেশের রাষ্ট্রপতি, যিনি ভারতের প্রথম নাগরিক, একটি সাংবিধানিক পদ, তিনি একজন আদিবাসী সমাজের মহিলা এবং সমগ্র দেশ তাঁর জন্য গর্বিত। তিনি আপনার রাজ্যে আসেন এবং আপনি তাঁকে অপমান করেন। এটি সত্যিই আমাদের সকলের জন্য লজ্জার বিষয় এবং তাঁর সত্যিই এটি নিয়ে ভাবা উচিত। বাংলার মানুষ, দেশের মানুষ, তাঁর কাছ থেকে উত্তর চাইছে।'

রবিবার এক্স মাধ্যমে মায়াবতীও জানান, 'ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধ অনুসারে, রাষ্ট্রপতির সম্মানিত পদকে সম্মান করা এবং এর নীতিমালা মেনে চলা সকলের জন্য অপরিহার্য এবং এই পদকে কোনওভাবেই রাজনীতিকরণ করা ঠিক নয়। বর্তমানে, দেশের রাষ্ট্রপতি কেবল একজন মহিলা নন, তিনি জনজাতি সম্প্রদায়েরও। তবে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সফর নিয়ে যা ঘটেছে তা হওয়া উচিত ছিল না। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

মায়াবতী এও জানান, 'একইভাবে, গত কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে সংসদে লোকসভার স্পিকারের পদের রাজনীতিকরণও যথাযথ নয়। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সাংবিধানিক পদগুলিকে সম্মান জানানো এবং তাদের মর্যাদা সকলের জন্যই ভালো হবে। এই প্রেক্ষাপটে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা সংসদের অধিবেশন দেশ ও জনগণের স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত- এটাই জনগণ প্রত্যাশা করে এবং সময়ের দাবিও।'

ভারতের নারী ক্ষমতায়নের নতুন অধ্যায় লিখছে: মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দেশের নারীশক্তিকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প, সৃজনশীলতা ও অতুলনীয় উদ্যমের সঙ্গে ভারতের অগ্রগতিকে রূপ দিচ্ছেন নারীরা। তাঁদের সাফল্য আমাদের দেশকে অনুপ্রাণিত করে এবং বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে শক্তিশালী করে।' আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, 'নারীর ক্ষমতায়নই আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। আমরা এমন সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা প্রতিটি নারীকে তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে এবং ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় অবদান রাখতে সক্ষম করে।' প্রধানমন্ত্রী এও জানান, 'ভারতের নারী শক্তির সাফল্য গর্বের উৎস এবং দেশ গঠনে রূপান্তরকারী ভূমিকার একটি শক্তিশালী স্মারক। ভারত যত এগিয়ে যাবে, নারীদের আকাঙ্ক্ষা এবং অবদান আমাদের একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশের দিকে সম্মিলিত যাত্রাকে পরিচালিত করবে।'

পরে রবিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ভারত এখন নারীর ক্ষমতায়নের এক নতুন ইতিহাস রচনা করছে। রেখা গুপ্তার সফল নেতৃত্বে রাজধানী গড়ে উঠছে। রাজনীতি, প্রশাসন, খেলাধুলো, বিজ্ঞান, অথবা সমাজসেবা যাই হোক না কেন, ভারতের নারীশক্তি নব উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। আজ নারী দিবসে আমি সমগ্র দেশের নারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং দেশের উন্নয়নে তাদের অপরিসীম অবদানের কথা স্বীকার করি।'

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সফল নেতৃত্বে রাজধানী উন্নয়নের সাক্ষী হচ্ছে। রাজনীতি, প্রশাসন, বিজ্ঞান, ক্রীড়া অথবা সমাজসেবা যাই হোক না কেন, ভারতের নারীশক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এখন নারী দিবসে আমি দেশের নারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং দেশের উন্নয়নে তাঁদের অসীম অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আজ আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি, দেশের তিন কোটি নারীকে লাখপতি দিদি করার যে অঙ্গীকার ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। তিন কোটিরও বেশি বোন এখন লাখপতি দিদি হয়ে উঠেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কয়েক বছর আগে, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা দেশের তিন কোটি বোনকে লাখপতি দিদি করে তুলব। অনেকেই আমাকে নিয়ে মজা করত। খুব খারাপ কথা বলা হত। সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু আজ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলছি, আমার মা ও বোনদের মধ্যে এত সম্ভাবনা রয়েছে; যদি তাদের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা অনেক নতুন সাফল্য অর্জন করতে পারে। আজ, আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে দেশের তিন কোটি নারীকে লাখপতি দিদি করে তোলার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে। তিন কোটিরও বেশি বোন এখন লাখপতি দিদি হয়ে উঠেছে।'

নারী দিবসে বার্তা শাহের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের নারী শক্তিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সমাজে নারী শক্তির অতুলনীয় ভূমিকার প্রতি মানবজাতি ঋণী।' রবিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখ লেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, 'প্রজন্মের পর প্রজন্ম লালন-পালন এবং বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেতৃত্ব দিয়ে তারা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রাখে। এই গভীর কৃতজ্ঞতা মোদীজির নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে চালিত করে, যেখানে নারীরা আর কেবল অগ্রগতির সাক্ষী নন, বরং পরিবর্তনের কারিগর যারা আমাদের মহানতার যাত্রাকে সুগম করে।'

দিল্লিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লিতে প্রায় ৩৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এছাড়াও প্রায় ১৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দিল্লি মেট্রোর দু'টি নতুন করিডরও উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১২.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মজলিস পার্ক-মৌজপুর বাবরপুর (গোলাপি লাইন) করিডর এবং প্রায় ৯.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ দীপালি চক-মজলিস পার্ক (ম্যাজেন্টা লাইন) করিডর। নতুন সংযোগটি দিল্লির বুরারি, ভজনপুরা, যমুনা বিহার, মধুবন চক, ভালস্বা, মজলিস পার্ক-সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে উপকৃত করবে। তিনি দিল্লি মেট্রোর পঞ্চম পর্যায়ের অধীনে প্রায় ১৬.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি নতুন করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তিনটি নতুন করিডর হল আরকে আশ্রম মার্গ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, অ্যারোসিটি থেকে ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দর টার্মিনাল-১ এবং তুঘলকাবাদ থেকে কালিন্দী কুঞ্জ। এই করিডরগুলি জাতীয় রাজধানীর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরাসরি সংযোগ প্রদান করবে এবং নয়ডা, দক্ষিণ দিল্লি এবং বিমানবন্দরের মধ্যে ভ্রমণকারী বাসিন্দাদের জন্য যোগাযোগ উন্নত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন জেনারেল পুল আবাসিক আবাসন (জিপিআরএ) পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার অধীনে ১৫,২০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

দিল্লির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিশন মোডে কাজ চলছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার দিল্লিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'প্রায় দশ বছর ধরে এখানে থাকা 'আপদা' সরকার সকল উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন, আমাদের সরকার দিল্লির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মিশন মোডে কাজ করছে। পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ফলে লক্ষ লক্ষ যানবাহনের আর দিল্লিতে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। বিজেপি সরকার যমুনা নদী পরিষ্কারের জন্যও বৃহৎ পরিসরে কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমরা সরকারকে চিঠি লিখতাম। ভারত সরকার বারবার চিঠি লিখে আয়ুষ্মান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জোর দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কখনও দরিদ্রদের কথা ভাবেনি। গত এক বছরেই এখানে বেশ কয়েকটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'বিশ্বের যে কেউ যখন ভারতের মতো বিশাল গণতন্ত্রের কথা ভাবেন, তখন প্রায়শই দিল্লির ছবি মনে আসে। দিল্লি কেবল ভারতের রাজধানী নয়, এটি ভারতের পরিচয়ও, দিল্লি ভারতের শক্তির প্রতীক। দিল্লির উন্নয়ন কেবল একটি শহরের উন্নয়ন নয়; এটি সমগ্র দেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে যুক্ত।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন দিল্লির অদক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য প্রায়শই সমালোচিত হত। শহরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগত এবং মহিলাদের প্রায়ই বাস বা অটোরিকশা ধরার আশায় বাস স্টপে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। তবে, দিল্লির পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'মাত্র কয়েকদিন আগে, দিল্লি শহরটি নমো ভারত ট্রেনের মাধ্যমে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল, যা দু'টি অঞ্চলের মধ্যে ভ্রমণকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করেছিল। উপরন্তু, মেট্রো ফেজ ৪ চালু হওয়ার সাথে সাথে দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্ক এখন ৩৭৫ কিলোমিটারেরও বেশি প্রসারিত হয়েছে, যা বাসিন্দাদের জন্য সংযোগ এবং সুবিধা আরও উন্নত করেছে।'

শিক্ষিত এবং ক্ষমতায়িত নারীরা প্রগতিশীল দেশের স্তম্ভ: রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত নারীরা প্রগতিশীল দেশের স্তম্ভ। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই বিশেষ বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত নারীরা হলেন একটি প্রগতিশীল দেশের স্তম্ভ। নারী শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।'

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও জানান, 'এই উপলক্ষে আসুন আমরা এমন একটি সমাজ গঠনের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি যেখানে প্রতিটি মহিলার মর্যাদা, সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার সঙ্গে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার সমান সুযোগ থাকবে। একসঙ্গে, আসুন আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করি যেখানে নারীর আকাঙ্ক্ষা এবং অর্জনগুলি আরও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ গঠন করে।'

পরে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দিল্লির মানেকশ সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষা ও সমানাধিকার সুনিশ্চিত করে মহিলাদের বিকাশ ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, যখন নারীদের সুযোগ এবং সহায়তা দেওয়া হয়, তখন তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, উদ্যোক্তা হোক অথবা কর্পোরেট জগৎ, সকল ক্ষেত্রেই নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ভারত দ্রুত নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা এবং মিশন শক্তির মতো প্রকল্পগুলি নারীর ক্ষমতায়নের দিকে পরিচালিত করেছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি।

ময়দান

যুদ্ধকে সমর্থন? ট্রাম্পের ভাষণে হাততালিতে সমালোচনায় মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসিকে ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাৎ করার পর থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা। মূলত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এবং সেই সময় দেওয়া প্রতিক্রিয়াকে ঘিরেই সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ইন্টার-মিয়ামি সিএফ দলের ফুটবলাররা হোয়াইট হাউসে যান। সেই অনুষ্ঠানে মেসি-সহ পুরো দল উপস্থিত ছিল। খেলোয়াড়দের সামনে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীর শক্তি এবং তাদের সামরিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশ ইজরায়েলের সঙ্গে একযোগে শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং মার্কিন সেনাবাহিনী ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী। এই বক্তব্যের পর হোয়াইট হাউসে উপস্থিত অতিথিদের একটি অংশ হাততালি দিতে শুরু করেন। সেই সময় মেসি-সহ ইন্টার মায়ামির কয়েকজন ফুটবলারকেও হাততালি দিতে দেখা যায়। ঘটনাটির একটি ভিডিও ক্লিপ খুব দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। বিশেষ করে মার্কিন সরকারের সামরিক নীতি নিয়ে যারা সমালোচনামুখর, তাদের একাংশ মেসির আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, যুদ্ধ বা সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে এমন মন্তব্যের পরে হাততালি দেওয়া একজন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদের পক্ষে ঠিক নয়। অনেকেই মনে করেন, একজন বিশ্বখ্যাত ফুটবলারের এমন পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল।

আর্জেন্টিনাতেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশটির কিছু ফুটবল সমর্থক সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, যুদ্ধকে সমর্থন করে এমন বক্তব্যের পর হাততালি দেওয়া মেসির মতো তারকার কাছে প্রত্যাশিত নয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, মাঠে অসাধারণ সাফল্য পেলেও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল তাঁর। একজন মার্কিন ফুটবল সমর্থক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, তিনি কখনও ভাবেননি যে ট্রাম্প এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে সামরিক হামলার কথা বলবেন এবং সেই সময় পাশে থাকবেন মেসি ও তাঁর সতীর্থরা। অনেকের মতে, ক্রীড়া ও রাজনীতি আলাদা থাকা উচিত, কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দুই ক্ষেত্র একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। স্পেনের সাংবাদিক লেইলা হামেদ-ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর মতে, ট্রাম্প খুব সচেতনভাবেই এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন এবং সেখানে উপস্থিত ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতি ব্যবহার করেছেন নিজের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে, খেলোয়াড়রাও অজান্তে হলেও সেই পরিস্থিতির অংশ হয়ে গিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মেসি সাধারণত রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে দূরেই থাকেন। অতীতেও তিনি খুব কম ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেছেন। এই অনুষ্ঠানেও তিনি কোনও বক্তব্য দেননি, শুধু দলের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তবু সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর কারণে তাঁর ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কিছু সমর্থক অবশ্য মেসির পক্ষেও কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বা অন্যদের সঙ্গে হাততালি দেওয়া মানেই কোনও রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করা নয়। তবে বিতর্ক থামার লক্ষণ আপাতত নেই। উল্লেখ করা যায়, কয়েক মাস আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখনও কিছু সমালোচনা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এবার বিষয়টি আরও বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফলে হোয়াইট হাউসের একটি ছোট মুহূর্তই এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

নারী দিবসে দাপুটে জয় অস্ট্রেলিয়ার, হিলির বিদায়ী ম্যাচে হার হরমনদের

পারথ, ৮ মার্চ: পারথের ওয়াকায় অনুষ্ঠিত দিন-রাতের একমাত্র টেস্টে একেবারেই একপেশে লড়াইয়ে ভারতের মহিলা দলকে পরাজিত করল অস্ট্রেলিয়া। হরমনপ্রীত কৌর এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিল অজি ব্রিগেড। এই ম্যাচের বিশেষ তাৎপর্য ছিল আরেকটি কারণেও। এই ম্যাচের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। ফলে জয়ের আনন্দের পাশাপাশি অধিনায়কের বিদায়ী ম্যাচকেও স্মরণীয় করে রাখল অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাচের তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ২৫ রান। এত কম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি অজি ওপেনারদের। মাত্র ৪.৩ ওভারেই লক্ষ্য পূরণ করে নেন জর্জিয়া ভল এবং ফবি লিজফিল্ড। এর ফলে সহজ জয় তুলে নিয়ে সিরিজে নিজেদের আধিপত্য আরও একবার প্রমাণ করে অস্ট্রেলিয়া।

তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয় ভারতের ৬ উইকেটে ১০৫ রান নিয়ে। সেই সময় কিছুটা লড়াইয়ের আশা জাগিয়েছিলেন প্রোত্রিকা রাওয়াল ও স্নেহ রানা। প্রতীকা ৬৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন এবং স্নেহ করেন ৩০ রান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণের সামনে সেই প্রতিরোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। বিশেষ করে অ্যাশলে গার্ডনার বল হাতে দারুণ প্রভাব ফেলেন। প্রতীকা ও স্নেহকে দ্রুত আউট করে ভারতের ইনিংসে বড় ধস নামান তিনি। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই গুটিয়ে যায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস।

এর আগে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারত ব্যাট করতে নেমে ১৯৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে অস্ট্রেলিয়া দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ৩২৩ রান তোলে এবং ১২৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড নিয়ে নেয়। সেই বড় ব্যবধানই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত আবারও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং ম্যাচে ফেরার মতো অবস্থান তৈরি করতে পারেনি।

ম্যাচ শেষে ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর স্বীকার করেন যে, দল ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর কথায়, টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো শুরু হলেও পরবর্তী ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজে সেই পারফরম্যান্স বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলার অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন তিনি। বিশেষ করে গোলাপি বলের দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলাও দলের কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল বলে জানান ভারত অধিনায়ক।

অন্য দিকে বিদায়ী অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি বলেন, টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারের পর দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে তিনি গর্বিত বলেও জানান। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে এটিই ছিল তাঁর শেষ টেস্ট ম্যাচ, তাই এই জয় তাঁর কাছে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, রবিবারই ছিল হরমনপ্রীত কৌরের জন্মদিন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BONGAON MUNICIPALITY
1. Renovation School Building.
Tender reference: WBMAD/NIeT/356/BM/2025-26/PWD Date: 07.03.2026
Tender ID: 2026_MAD_1019665_1
1. Bid Submission Start date- **09.03.2026.** 2. End date- **16.03.2026** 3. Bid opening date- **18.03.2026**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of surface drain, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/ APAS/F 3rd call, Date: 07.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013443_1
1. Bid Submission Start date- **09.03.2026 at 9.00.** 2. Prebid meeting date- **12.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **16.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date- **18.03.2026 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/79/2025-2026 তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬
ই-টেন্ডার নোটিশ (৩য় কল)
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন- হাওড়া পৌর নিগম অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশির ঢাকা সহ নির্মাণ এবং সংস্কার কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ www.wbtender.gov.in ওয়েবসাইট থেকে উপলব্ধ। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৩.০৩.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩২১(১)/২৫-২৬
৭.৩.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

পার্লারের কেরাটিন ট্রিটমেন্ট এবার হবে বাড়িতেই ! বানান এই প্যাক

চুলের আগা ফেটে যাওয়া বা জট পড়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন? রাস্তার ধুলোবালি আর রোদে চুলের বারোটা বেজে গেলে শুধু শ্যাম্পু-কন্ডিশনারে কাজ হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুলের গভীরে পুষ্টি পৌঁছে দিতে দরকার প্রোটিন আর ল্যাকটিক অ্যাসিডের যুগলবন্দি। আর এই দুইয়ের সহজলভ্য উৎস হল পাকা কলা এবং টক দই। সালোঁয় যে কেরাটিন বা প্রোটিন ট্রিটমেন্টের জন্য কয়েক হাজার টাকা গুনতে হয়, রান্নাঘরের এই উপকরণ দিয়েই তার বিকল্প তৈরি করা সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে কেন ভরসা রাখবেন? গবেষণা বলছে, কলায় থাকা সিলিকা চুলে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা চুলকে করে তোলে নরম ও নমনীয়। অন্যদিকে, টক দই স্ক্যাল্পের পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ন্যাচারাল কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে। এই মিশ্রণটি ব্যবহারের ফলে চুলের শুষ্কতা তো দূর হয়ই, সঙ্গে চুলে আসে এক অদ্ভুত শাইন।

যা যা প্রয়োজন (স্মুদি মেকার কিট)

পাকা কলা (১টি) খুব ভালো করে চটকে নেওয়া বা ব্লেন্ড করা (যাতে দানা না থাকে)। টক দই (২-৩ চামচ) জল ঝরানো হলে আরও ভালো। মধু (১ চামচ) এটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, যা চুলে আর্দ্রতা ধরে রাখে। অলিভ অয়েল বা বাদাম তেল (১ চামচ) ভিটামিন-ই এর ঘাটতি মেটায়

বানানোর সহজ উপায়

একটি মিক্সারে কলা, দই, মধু এবং তেল দিয়ে খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করে নিন। খেয়াল রাখবেন কলার যেন কোনও ছোট টুকরোও না থাকে, কারণ সেগুলো চুলে আটকে গেলে ধোয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মিশ্রণটি যেন একদম মোলায়েম পেস্টের মতো হয়।

ব্যবহারের সঠিক কৌশল

স্পা করার আগে চুল সামান্য জল দিয়ে ভিজিয়ে নিন। হালকা ভিজে চুলে এই মাস্কটি বেশি কার্যকরী হয়। চিরুনি দিয়ে চুল ভাগ করে স্ক্যাল্প থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ব্রাশ দিয়ে মিশ্রণটি লাগান। একটি তোয়ালে গরম জলে ডুবিয়ে নিঙড়ে নিন। এবার সেই গরম তোয়ালে দিয়ে পুরো মাথা জড়িয়ে রাখুন ১০-১৫ মিনিট। এই ভাপ চুলের রোমকূপ খুলে দেয়, ফলে পুষ্টি সরাসরি ভেতরে পৌঁছায়। আধঘণ্টা পর কোনও সালফেট-মুক্ত মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না, কারণ দই নিজেই সেই কাজ করে দেবে। সপ্তাহে মাত্র একদিন এই 'ব্যানানা-স্মুদি' স্পা ট্রাই করেই দেখুন। প্রকৃতির ছোঁয়ায় আপনার চুল হবে রেশমের মতো কোমল।

ফর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউটে রোবট-সহায়তায় সফল টেলি-সার্জারি

কলকাতা: কলকাতার ফোর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউট পূর্ব ভারতের প্রথম রোবট-সহায়তাপ্রাপ্ত টেলি-সার্জারি সফলভাবে সম্পাদন করে উন্নত রোবোটিক এবং দূরবর্তী অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এই পদ্ধতিগুলি অত্যাধুনিক SSI ›sþf 3 রোবট-সহায়তাপ্রাপ্ত অস্ত্রোপচার ব্যবস্থা ব্যবহার করে একটি উচ্চ-গতির ডেডিকেটেড ৫ঝ ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে সার্জনরা অপারেট করেছিলেন।

এই অস্ত্রোপচারগুলি তিনটি স্থানে পরিচালিত হয়েছিল - কলকাতা এবং ফরিদাবাদ - এবং নয়াদিল্লি এবং কলকাতা থেকে পরিচালিত চিকিৎসকরা টেলি-সার্জারির মাধ্যমে রোবটিকভাবে সম্পাদন করেছিলেন।

এই পদ্ধতিগুলি পরিচালনা করেন ডাঃ আর. কে. গোপালা কৃষ্ণ, ডিরেক্টর- ইউরোলজি এবং ইউরো-অনকোলজি, ডিরেক্টর - ইউরোলজি ডাঃ শ্রীনিবাস নারায়ণ - ফর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, কলকাতা । তিনটি জটিল পদ্ধতি রোবোটিক প্রযুক্তির নির্ভুলতা এবং ভারতে টেলি-সার্জিক্যাল সিস্টেমের ক্লিনিক্যাল নির্ভরযোগ্যতা প্রদর্শন করে। এটি দেশের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে বিশেষজ্ঞ অস্ত্রোপচার সেবা প্রদানের জন্য নতুন সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে।

প্রথম ক্ষেত্রে কলকাতার একজন মধ্যবয়সী মহিলার সাথে জড়িত ছিল যার প্রধান রক্তনালী এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির কাছে একটি বৃহৎ অ্যাড্রিনাল টিউমার ছিল। দূরবর্তী রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে টিউমারটি ব্যতিক্রমী নির্ভুলতার সাথে অপসারণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল পেলভিউরেটেরিক জংশন (PUJ) বাধা, যা কিডনি নিষ্কাশনকে প্রভাবিত করে এমন একটি জন্মগত বাধা। দলটি একটি উন্নত পুনর্গঠনমূলক পদ্ধতি - পাইলোপ্লাস্টি - সম্পাদন করে যার জন্য দীর্ঘ দূরত্বের সেটআপ সত্ত্বেও সূক্ষ্ম সেলাই এবং উচ্চ নির্ভুলতার প্রয়োজন ছিল।

উভয় ক্ষেত্রেই, রোগীরা কলকাতায় ছিলেন, যখন ডাক্তাররা দিল্লিতে ছিলেন। রোগীরা ইতিমধ্যেই অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবিলা করছিলেন, এবং তাদের অবস্থা আরও খারাপ হতে শুরু করার সাথে সাথে, চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করা চিকিৎসাগতভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়নি এবং তাদের অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে, ফরিদাবাদের একজন ৭০ বছর বয়সী ব্যক্তির ৯ সেমি ক্যান্সারযুক্ত কিডনি টিউমার ধরা পড়ে এবং তিনি ভ্রমণ করতে অক্ষম হন। ভার্চুয়াল মূল্যায়নের পরে, তার একটি টেলি-রোবোটিক আংশিক নেফ্রেক্টমি করা হয়েছিল। অবশিষ্ট কিডনি সংরক্ষণ করে টিউমারটি অপসারণ করা হয়েছিল। স্থায়ী ক্ষতি রোধ করার জন্য কঠোর ৩০ মিনিটের ক্ল্যাম্প উইন্ডো সহ, সার্জিক্যাল টিম ২২ মিনিটের মধ্যে টিউমার অপসারণ এবং পুনর্গঠন সম্পন্ন করে। রোগীর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়নি, মসৃণভাবে বের করে আনা হয়েছে এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং ২-৩ দিনের মধ্যে স্রাবের আশা করা হচ্ছে। এটি ভারতে এই আকারের টিউমারের জন্য প্রথম অত্যন্ত জটিল টেলি-রোবোটিক আংশিক নেফ্রেক্টমিগুলির মধ্যে একটি।

তিনটি অস্ত্রোপচারই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, অস্ত্রোপচার পরবর্তী সুস্থতা মসৃণভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। রোগীরা ন্যূনতম আক্রমণাত্মক রোবোটিক সার্জারির সুবিধা পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ব্যথা হ্রাস, রক্তক্ষরণ কম, দ্রুত আরোগ্য এবং হাসপাতালে স্বল্প সময় থাকা। এই অর্জন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ এবং পূর্ব ভারতের এই স্কেলের প্রথম সফল টেলি-সার্জিক্যাল পদ্ধতি।

বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে, কলকাতার ফর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউটের ইউরোলজি ও ইউরো-অনকোলজির ডিরেক্টর ডাঃ আর. কে. গোপালা কৃষ্ণ বলেন, 'টেলি-সার্জারি সার্জনদের রোবট-সহায়তাপ্রাপ্ত সিস্টেম, উচ্চ-গতির সংযোগ এবং রিয়েল-টাইম 3D ইমেজিং ব্যবহার করে দূর থেকে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এটি ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে, রোগীর ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে, সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে, অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার সক্ষম করে। এই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সার্জনের অভাব পূরণ করে এবং আর্থিক বোঝা এবং ভ্রমণ-সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাস করে সময়োপযোগী, উচ্চ-মানের অস্ত্রোপচার সেবা নিশ্চিত করে।'

কলকাতার ফর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউটের ইউরোলজি ও ইউরো-অনকোলজির ডিরেক্টর ডাঃ শ্রীনিবাস নারায়ণ বলেন, 'রোবোটিক টেলিসার্জারি একটি ভবিষ্যৎ ধারণা থেকে একটি ক্লিনিক্যালি নির্ভরযোগ্য এবং রোগী-নিরাপদ বাস্তবতায় বিকশিত হয়েছে। প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে জটিল পদ্ধতি সম্পাদনের জন্য সাইট এবং দূরবর্তী দলগুলির মধ্যে উন্নত প্রযুক্তি, নির্ভুলতা, সমন্বয় এবং বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই অস্ত্রোপচারের সাফল্য প্রমাণ করে যে বিশ্বমানের অস্ত্রোপচার সেবার ক্ষেত্রে দূরত্ব আর বাধা নয়।' ফর্টিস হেলথকেয়ারের জয়পুর ও কলকাতার বিজনেস হেড, ইএসজি গ্রুপ হেড, স্ট্র্যাটেজি চিফ, মিসেস রিচা এস দেবগুপ্ত বলেন, 'পূর্ব ভারতের প্রথম রোবোটিক টেলি-সার্জারি এই অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। উন্নত রোবোটিক সিস্টেমগুলিকে অত্যন্ত দক্ষ ক্লিনিকাল টিমের সাথে একত্রিত করে, আমরা নিরাপদ, আরও সুনির্দিষ্ট এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অস্ত্রোপচার সেবা নিশ্চিত করছি। এই অর্জন দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের বোঝা ছাড়াই উন্নত, অ্যাক্সেসযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে।'

ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ শুকিয়ে যায়? শরীরের এই জটিল রোগ কারণ নয় তো!

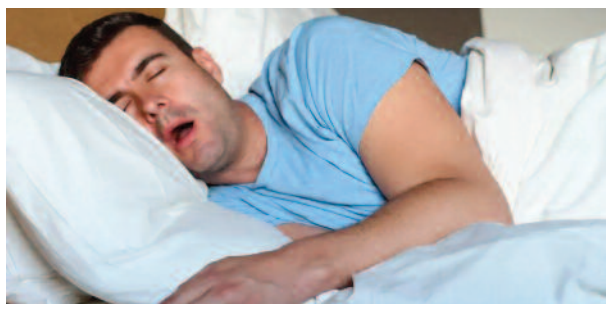

অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠে অনুভব করেন যে মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। গলা শুষ্ক লাগে, কথা বলতে অস্বস্তি হয়, এমনকি বারবার জল খেতে ইচ্ছে করে। চিকিৎসকদের মতে, মাঝে মাঝে এমন হওয়া স্বাভাবিক হলেও যদি নিয়মিত হয়, তাহলে এর পেছনে কিছু নির্দিষ্ট কারণ থাকতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে মুখ শুকিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল শরীরে জলের অভাব। দিনভর পর্যাপ্ত জল না খেলে শরীরে লালার পরিমাণ কমে যায়। লালা মুখকে ভেজা রাখতে সাহায্য করে। তাই লালা কম তৈরি হলে ঘুম থেকে ওঠার সময় মুখ শুকনো লাগে।

আরেকটি সাধারণ কারণ হল মুখ খুলে ঘুমানো। অনেকেই ঘুমের সময় নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেন। এতে বাতাস সরাসরি মুখের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে এবং মুখের আর্দ্রতা দ্রুত কমে যায়। বিশেষ করে নাক বন্ধ থাকা, ঠান্ডা লাগা বা অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এই প্রবণতা বাড়ে।

চিকিৎসকদের মতে, যারা বেশি নাক ডাকেন বা ঘুমের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হয়, তাদেরও সকালে মুখ শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থাকে অনেক সময় স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। এতে ঘুমের সময় শ্বাস নেওয়ার ধরন বদলে যায় এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া বাড়ে।

ঘরের পরিবেশও অনেক সময় এই সমস্যার কারণ হতে পারে। যদি ঘরের বাতাস খুব শুকনো হয়, যেমন এয়ার কন্ডিশনার বা হিটার বেশি ব্যবহার করা হয়, তাহলে মুখ ও গলা দ্রুত শুকিয়ে যেতে পারে। শীতকালে এই সমস্যা অনেকের বেশি দেখা যায়।

এছাড়া কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে অ্যালার্জির, ডিপ্রেশন বা উচ্চ রক্তচাপের কিছু ওষুধ লালার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ শুকনো লাগে।

চিকিৎসকদের পরামর্শ, এই সমস্যা এড়াতে দিনে পর্যাপ্ত জল পান করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত কফি বা চা না খাওয়াই ভাল। নাক বন্ধ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে ঘরের বাতাসে আর্দ্রতা বজায় রাখতে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে যদি দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলতে থাকে বা এর সঙ্গে অতিরিক্ত তৃষ্ণা, দুর্বলতা বা ঘন ঘন প্রস্রাবের মতো লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ কখনও কখনও এটি ডায়াবেটিস বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে।

মহিলা দিবসে কলকাতায় 'ফিট ইন্ডিয়া পিঙ্ক সাইক্লোথন'-এর বর্ণাঢ্য আয়োজন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডভিয়া দিলেন ফিটনেস ও নারী সশক্তিকরণের বার্তা

কলকাতা, ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে রবিবার সকালে কলকাতার রাস্তায় এক অনন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ দেখা যায়। নারীর শক্তিকে সম্মান জানানো এবং মহিলাদের মধ্যে ফিটনেস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে বর্ণাঢ্য 'ফিট ইন্ডিয়া পিঙ্ক সাইক্লোথন' আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডভিয়া নিজে সাইকেল চালিয়ে নারীদের ফিটনেস, স্বাস্থ্য ও সশক্তিকরণের বার্তা দেন।

এই উপলক্ষে শহরের শতাধিক নারী, যুবক-যুবতী ও সাধারণ নাগরিক উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং নারী সশক্তিকরণের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. মাণ্ডভিয়া বলেন, 'সাইকেল চালানো শুধু স্বাস্থ্যের জন্য সহজ ও কার্যকর উপায় নয়, এটি পরিবেশকে পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের নারীরা যখন শক্তিশালী ও সুস্থ হবেন, তখনই সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হবে। নারী সশক্তিকরণই জাতি গঠনের প্রকৃত ভিত্তি।'

এই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অলিম্পিয়ান ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বোম্বেলা দেবী লাইশরাম, মাউন্ট এভারেস্টজয়ী পিয়ালি বসাক, ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের গোলরক্ষক অদ্রিজা সরকার, অলিম্পিয়ান সুস্মিতা সিংহ রায়, এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, কলকাতা-র প্রধান কমিশনার ড. অবিনাশ কুমার গুপ্ত। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নেতাজি সুভাষ পূর্বী কেন্দ্র, কলকাতার আঞ্চলিক পরিচালক (প্রভারী) সিবানন্দ মিশ্র, উপ-পরিচালক টি. এস. চাভাণ, সহকারী পরিচালক কুমার আকাশ নায়ক, পাশাপাশি সকল প্রশিক্ষক, স্টাফ ও কর্মচারীরা।

ময়দান

টি-২০ বিশ্বকাপ: ঐতিহাসিক জয়ে শুভেচ্ছা দেশের শীর্ষ নেতৃত্ববৃন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দ্বিতীয়বার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে নতুন ইতিহাস গড়ল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ২০২৪ সালে বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর ২০২৬ সালেও ট্রফি ধরে রাখল ভারত। এ বার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে আবারও বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছে ভারতীয় দল। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও দল পরপর দু'বার শিরোপা জিততে পারল, ফলে ভারতের এই সাফল্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ক্রিকেটবিশ্বে। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর দেশজুড়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশাপাশি দেশের শীর্ষ নেতৃত্বও ভারতীয় দলের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়ে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই সাফল্য দলের অসাধারণ দক্ষতা, দৃঢ় মানসিকতা এবং দারুণ দলগত সমন্বয়ের প্রতিফলন।

পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যে লড়াইয়ের মানসিকতা ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই জয় দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে গর্বের মুহূর্ত হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও ভারতীয় দলের এই ঐতিহাসিক অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনিও সমাজমাধ্যমে একটি বার্তা প্রকাশ করে দলের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি জানান, টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে ভারত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। তাঁর কথায়, এই সাফল্যের ফলে ভারত এখন সেই গর্বের জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে তিনবার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে। একই সঙ্গে পরপর দু'বার এই ট্রফি জেতার নজিরও স্থাপন করেছে ভারত। রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, এই জয় দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর মনে অপার আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি এনে দিয়েছে। ঘরের মাঠে এমন সাফল্য প্রমাণ করে দেয় যে ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। শুধু ক্রিকেটাররাই নন, দলের কোচিং স্টাফ, সহকারী কর্মী এবং পুরো ব্যবস্থাপনা দলও এই সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে তিনি মনে করেন।শেষে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও ভারতীয় ক্রিকেট দল একইভাবে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের মর্যাদা আরও উঁচুতে তুলে ধরবে। এই ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেট আবারও বিশ্বমঞ্চে নিজের শক্তির প্রমাণ দিল।